Good Morning

মহাদেশ পরিচিতি-২

পৃথিবীর কোন দিকে কোন প্রণালি আছে?

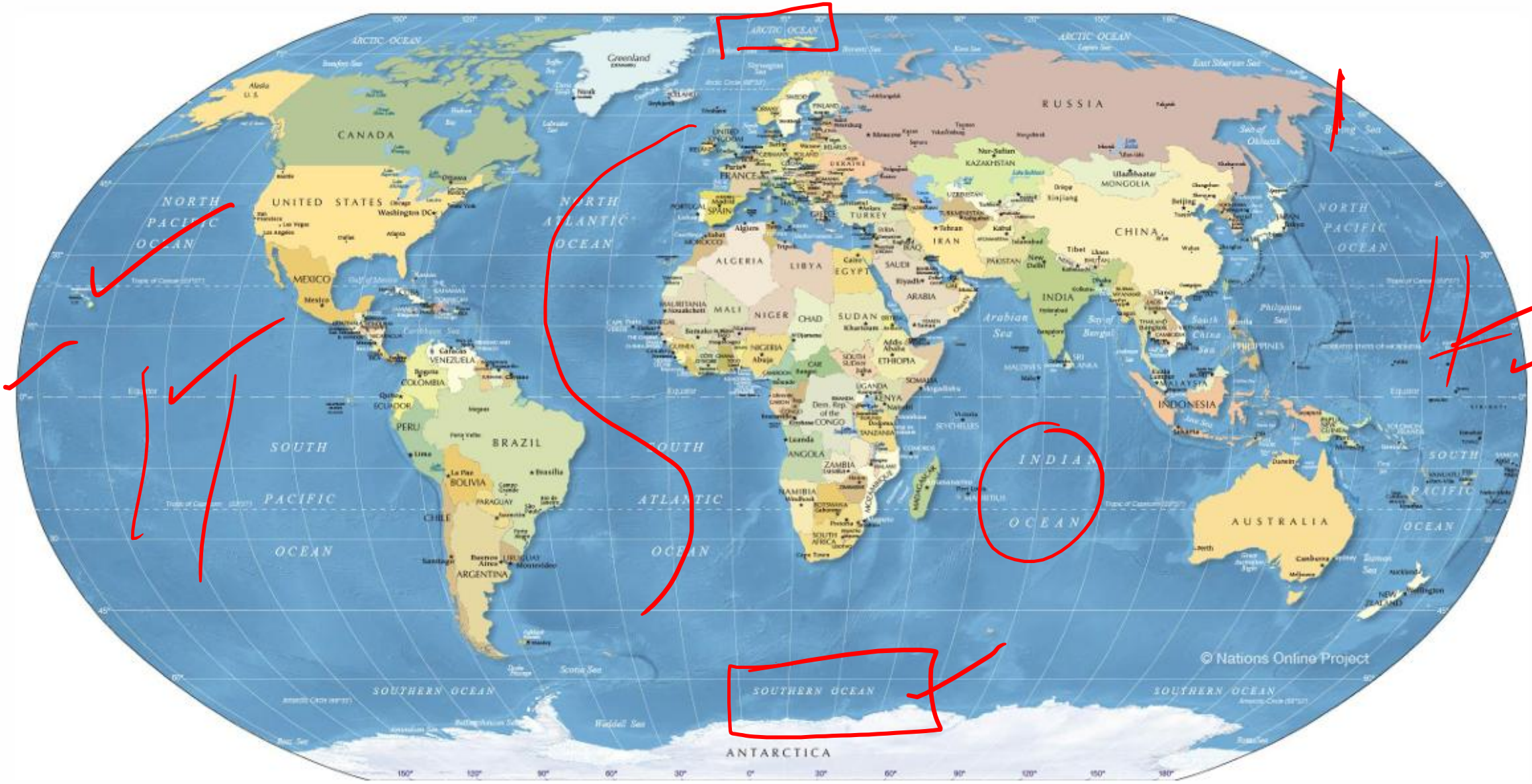

ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
Washington DC
MEXICO
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
FRANCE
SPAIN
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
ETHIOPIA
SAUDI ARABIA
Arabian Sea
Bay of Bengal
South China Sea
PHILIPPINES
INDONESIA
MALAYSIA
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
BRAZIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
KENYA
TANZANIA
UGANDA
SOMALIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

বেরিং প্রণালি

- চুচকি সাগরকে বেরিং সাগরের সাথে যুক্ত করেছে এই প্রণালি।
- আমেরিকাকে (উত্তর আমেরিকা মহাদেশ) রাশিয়া (পূর্ব এশিয়া তথা এশিয়া মহাদেশ) থেকে পৃথক করেছে।

ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
Washington DC
MEXICO
NORTH
PACIFIC
OCEAN
NORTH
ATLANTIC
OCEAN
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
FRANCE
SPAIN
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
KENYA
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
SOUTH AFRICA
MADAGASCAR
BRAZIL
PERU
BOLIVIA
COLOMBIA
VENEZUELA
ARGENTINA
CHILE
SOUTH
PACIFIC
OCEAN
SOUTH
ATLANTIC
OCEAN
INDIAN
OCEAN
Arabian Sea
Bay of Bengal
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

মালাক্কা প্রণালী

- যুক্ত করেছে: বংগোপসাগর/আন্দামান সাগর + জাভা সাগর
- বিভক্ত করেছে: মালয়শিয়া – সুমাত্রা
- দীর্ঘতম প্রণালী

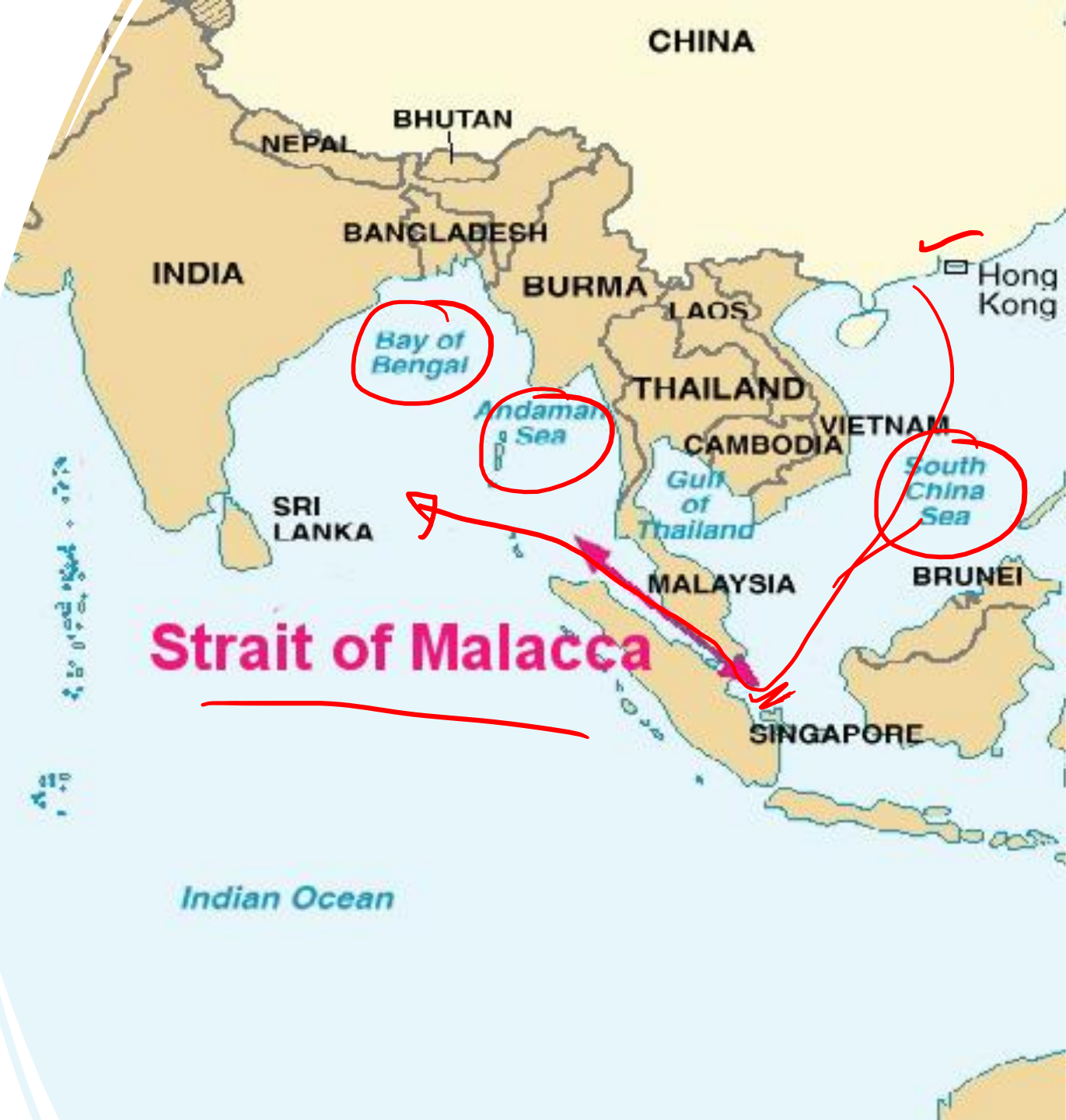

পক প্রণালী (Strait of Palk)

- সংযুক্ত করেছে: বঙ্গোপসাগর + মান্নার সাগর (আরব সাগর)
- পৃথক করেছে: ভারত – শ্রীলংকা

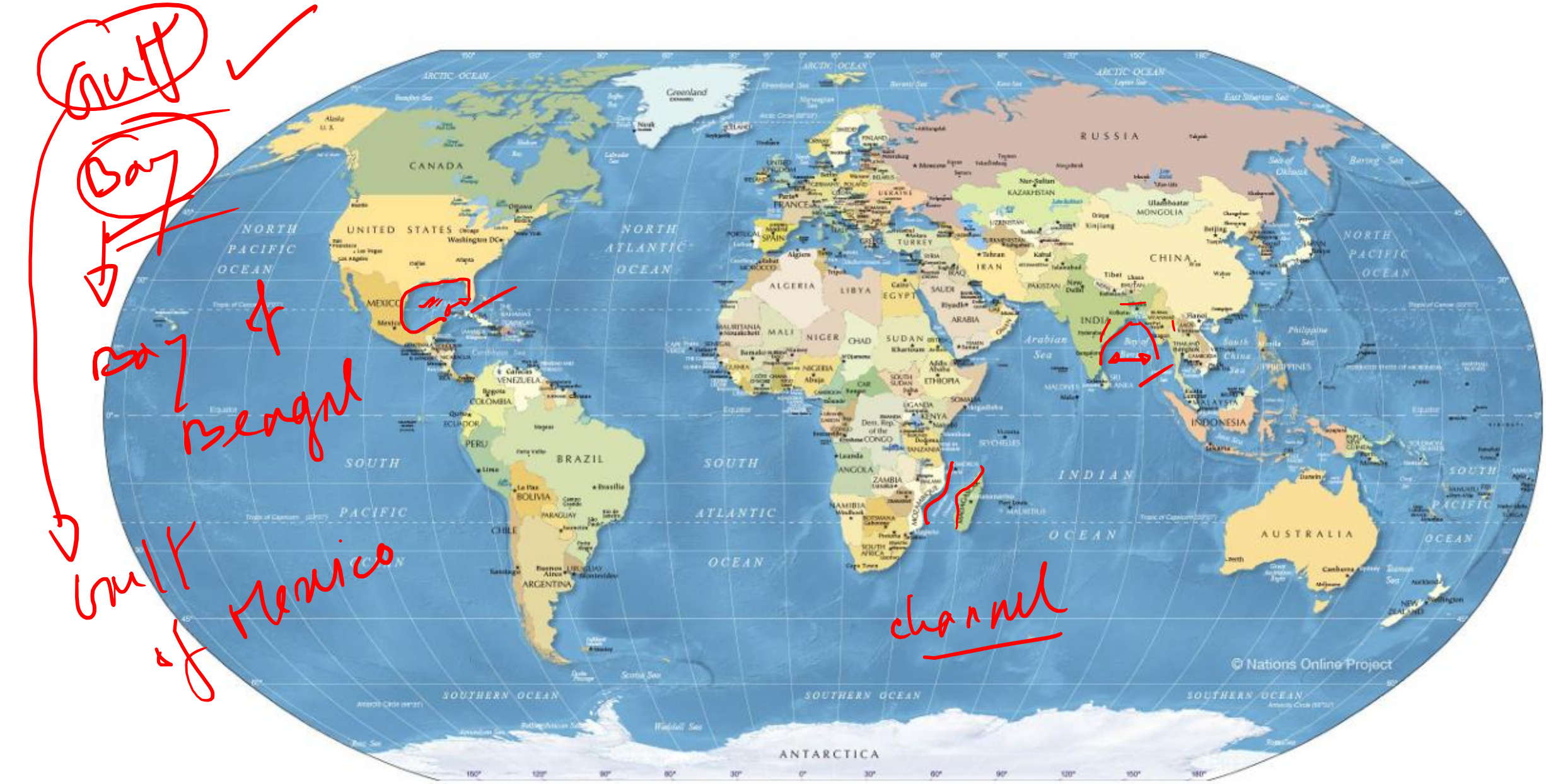

Gulf
Bay
Bay of Bengal
Gulf of Mexico
channel
ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
MEXICO
BRAZIL
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
SAUDI ARABIA
Arabian Sea
Bay of Bengal
INDONESIA
AUSTRALIA
INDIAN OCEAN
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

হরমুজ প্রণালী

যুক্ত করেছে: পারস্য উপসাগর + ওমান উপসাগর

বিভক্ত করেছে: আরব আমিরাত - ইরান

বাব আল মান্দেব প্রণালি

- আফ্রিকা মহাদেশকে (জিবুতি ও ইরিত্রিয়া) এশিয়া মহাদেশ (ইয়েমেন) থেকে পৃথক করেছে।
- এডেন উপসাগরকে (আরব সাগর) যুক্ত করেছে লোহিত সাগরেরসাথে।
- ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার প্রথম গেটওয়ে এটি।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)

সুয়েজ খাল

খনন কাল: ১৮৫৯-১৮৬৯

জাতীয়করণ করা হয় - ১৯৫৬

জাতীয়করণ করেন গামাল আব্দুল নাসের।

বিভক্ত করেছে: মিশর (আফ্রিকা) – সিনাই (এশিয়া)

যুক্ত করেছে: লোহিত সাগর + ভূমধ্য সাগর (Red Sea + Mediterranean Sea)

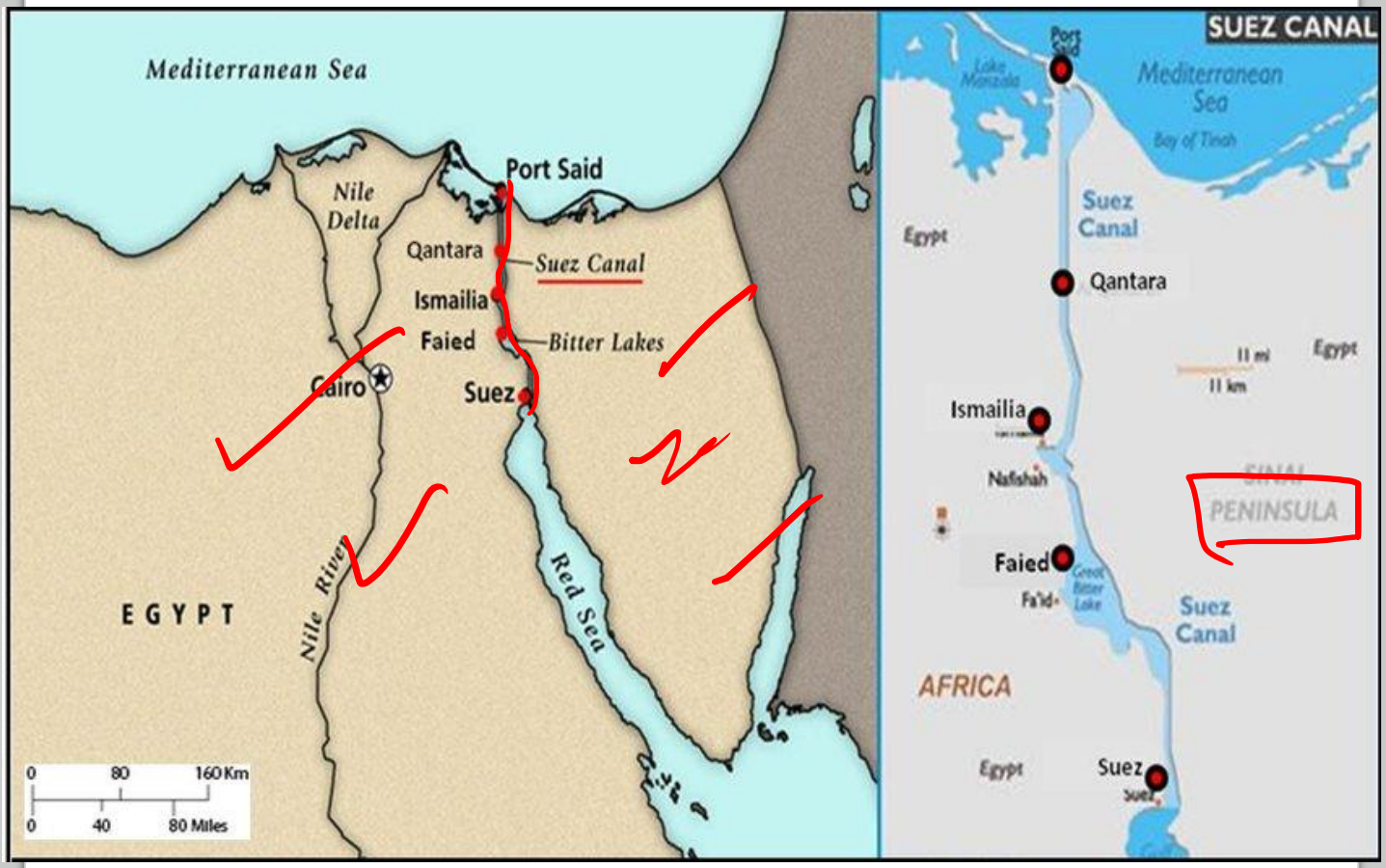

Europe
Asia
TURKEY

তুরস্ক প্রণালি

- দুইটি প্রণালিকে একত্রে বলা হয় তুরস্ক প্রণালি।
- প্রণালি দুটি হলো বসফরাস ও দার্দানেলিস।

HUNGARY
MOLDOVA
UKRAINE
ROMANIA
Odessa
Rostov-on-Don
Sea of Azov
RUSSIA
SERBIA
Kerch
Sevastopol
Novorossiysk
Constanta
Yalta
Black Sea
BULGARIA
Varna
Sochi
MACEDONIA
Burgas
GEORGIA
Batumi
Istanbul
Zonguldak
Sea of Marmara
Samsun
Ordu
GREECE
Aegean Sea
Trabzon
ARMENIA
TURKEY
Athens
NORTH
0
125
250
500
Kilometres
Mediterranean Sea
CYPRUS
SYRIA

বসফরাস/ইস্তাম্বুল প্রণালি

- বসফরাস ইস্তাম্বুল শহরকে পৃথক করেছে (এশিয়া- ইউরোপ) তাই একে ইস্তাম্বুল প্রণলিও বলা হয়।
- বসফরাস যুক্ত করেছে কৃষ্ণ সাগরকে মর্মর সাগরের সাথে।

দার্দানেলিস প্রণালি

- মর্মর সাগরকে এজিয়ান সাগরের (ভূমধ্যসাগর) সাথে যুক্ত করেছে দার্দানেলিস প্রণালি।
- দার্দানেলিস প্রণালি এশিয়ার তুরস্ককে আলাদা করেছে ইউরোপের তুরস্ক থেকে।

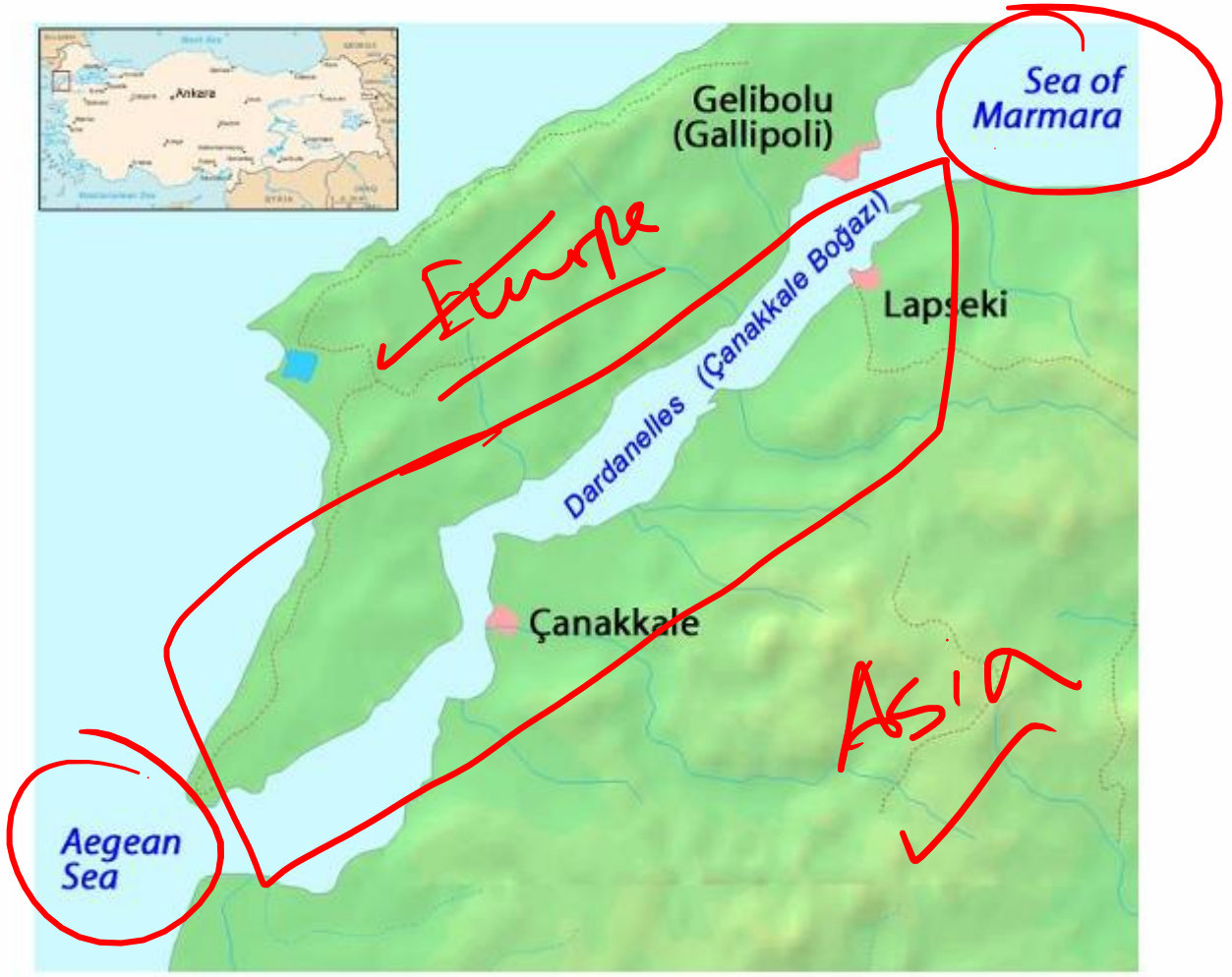

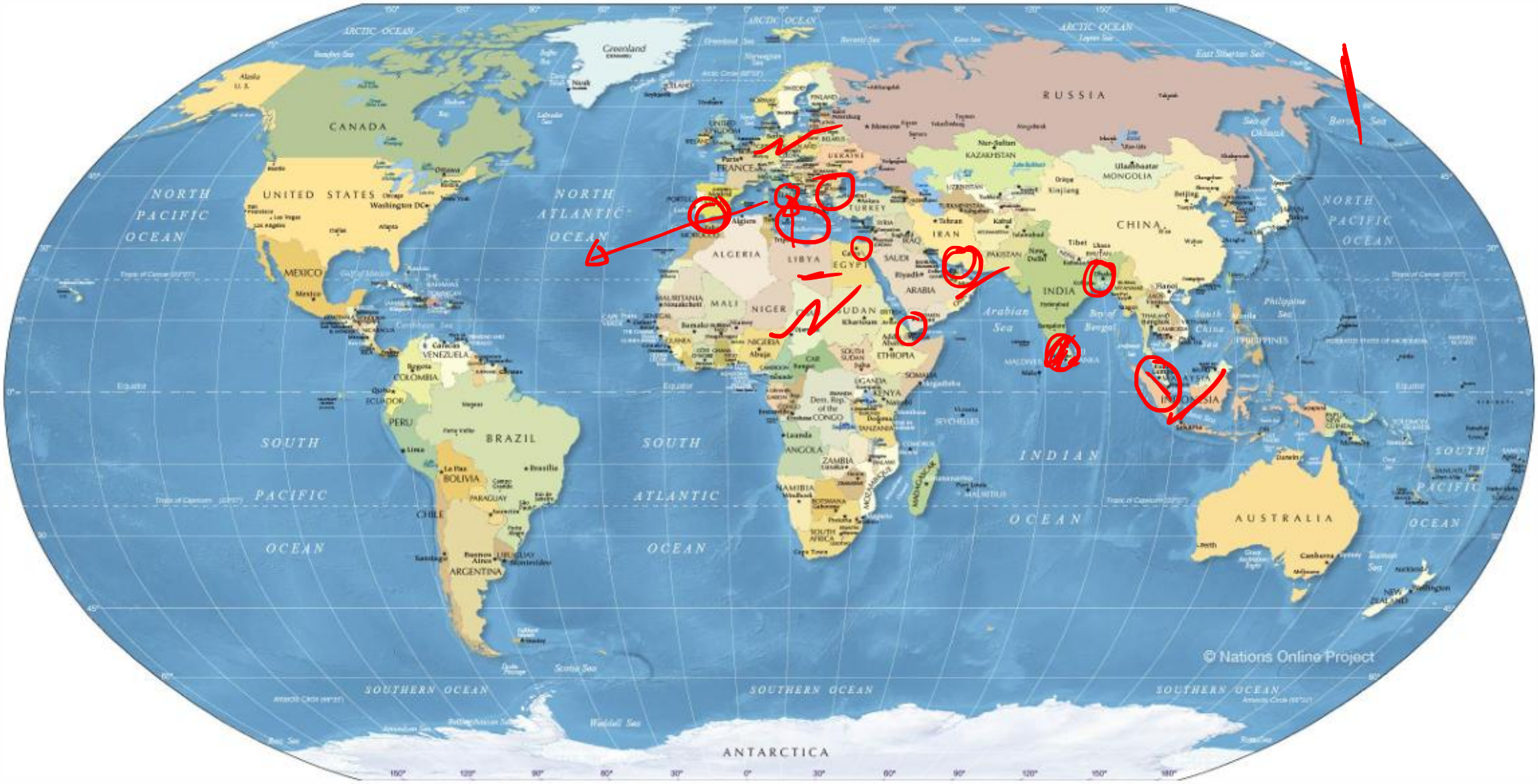

ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
Washington DC
MEXICO
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
FRANCE
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
SUDAN
ETHIOPIA
NIGERIA
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
BRAZIL
PERU
BOLIVIA
COLOMBIA
VENEZUELA
ARGENTINA
CHILE
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
Arabian Sea
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
INDONESIA
PHILIPPINES
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

জিব্রালটার প্রণালি (Strait of Gibraltar)

- ইউরোপ (স্পেন) থেকে আফ্রিকাকে (মরক্কো) আলাদা করেছে এই প্রণালি
- ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে।
- জিব্রাল্টার প্রণালিকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের চাবি।

ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
RUSSIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
ETHIOPIA
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
MEXICO
BRAZIL
PERU
BOLIVIA
ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA
VENEZUELA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
INDONESIA
AUSTRALIA
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

ইংলিশ চ্যানেল

- ~~৫৬০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং গড়ে ৬৩ মিটার~~ গভীর একটি প্রণালির নাম ইংলিশ চ্যানেল।
- এটি ইংল্যান্ডকে ফ্রান্স থেকে আলাদা করেছে। আটলান্টিক মহাসাগরকে উত্তর সাগরের সাথে যুক্ত করেছে।
- ইংলিশ চ্যানেলের উত্তর অংশ ডোভার প্রণালি নামে পরিচিত।

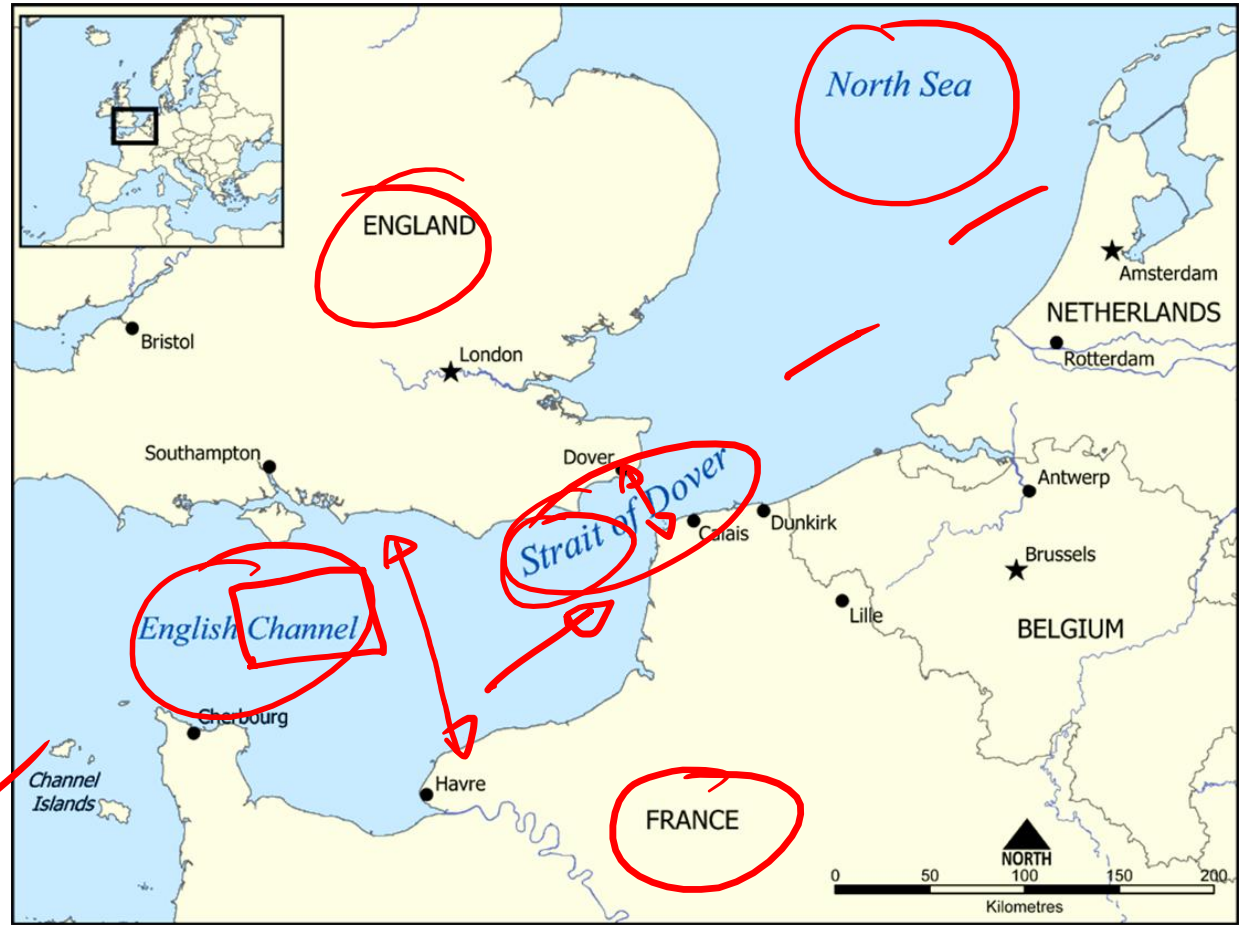

ARCTIC OCEAN
Greenland
CANADA
UNITED STATES
MEXICO
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
TURKEY
UKRAINE
FRANCE
SPAIN
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
ETHIOPIA
KENYA
ANGOLA
ZAMBIA
NAMIBIA
ARABIA
VENEZUELA
COLOMBIA
PERU
BRAZIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
INDONESIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTHERN OCEAN
ANTARCTICA
© Nations Online Project

পানামা খাল

বিভক্ত করেছে: উত্তর আমেরিকা – দক্ষিণ আমেরিকা

যুক্ত করেছে: প্রশান্ত মহাসাগর + আটলান্টিক মহাসাগর

Let’s Recap

এশিয়া

(ASIAN)
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TURKMENISTAN
TAJIKISTAN
(ASIAN)
TURKEY
CYPRUS
SYRIA
LEBANON
ISRAEL
JORDAN
Sinai Peninsula (EGYPT)
IRAQ
IRAN
AFGHANISTAN
KUWAIT
PAKISTAN
BAHRAIN
QATAR
U.A.E.
SAUDI ARABIA
OMAN
YEMEN
NEPAL
BHUTAN
INDIA
BANGLADESH
MYANMAR (BURMA)
CHINA
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
JAPAN
TAIWAN
LAOS
THAILAND
VIETNAM
CAMBODIA
PHILIPPINES
SRI LANKA
MALDIVES
BRUNEI
MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA
EAST TIMOR (TIMOR-LESTE)

- এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীতে আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম মহাদেশ। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।
- এশিয়া মহাদেশ আয়তনে ইউরোপের প্রায় সাড়ে চারগুণ, আফ্রিকার দেড়গুণ, অস্ট্রেলিয়ার ছয়গুণ। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তভাবেও এশিয়ার চেয়ে আয়তনে ছোট।
- এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর অবস্থিত।

- এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর অবস্থিত।

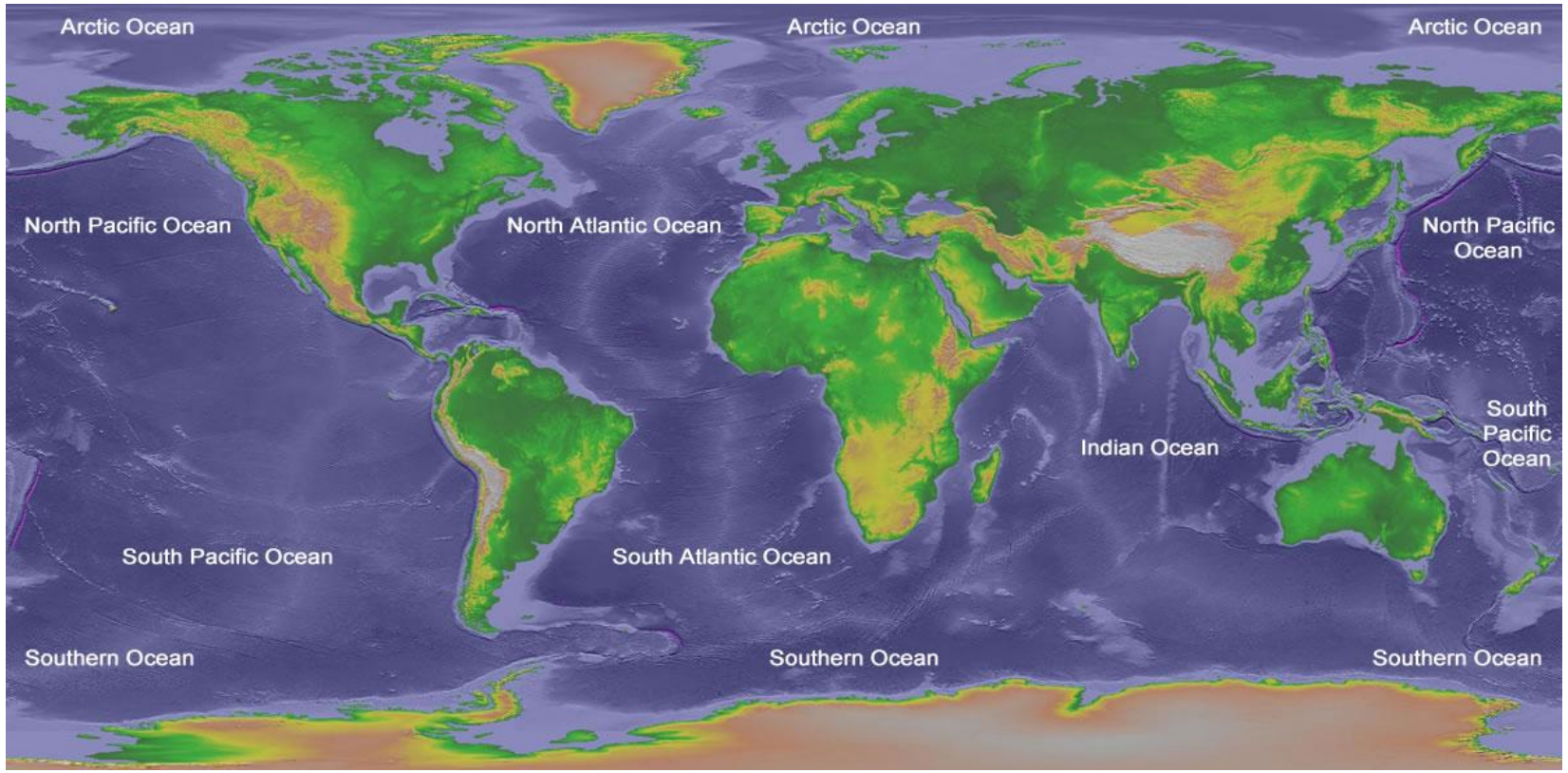

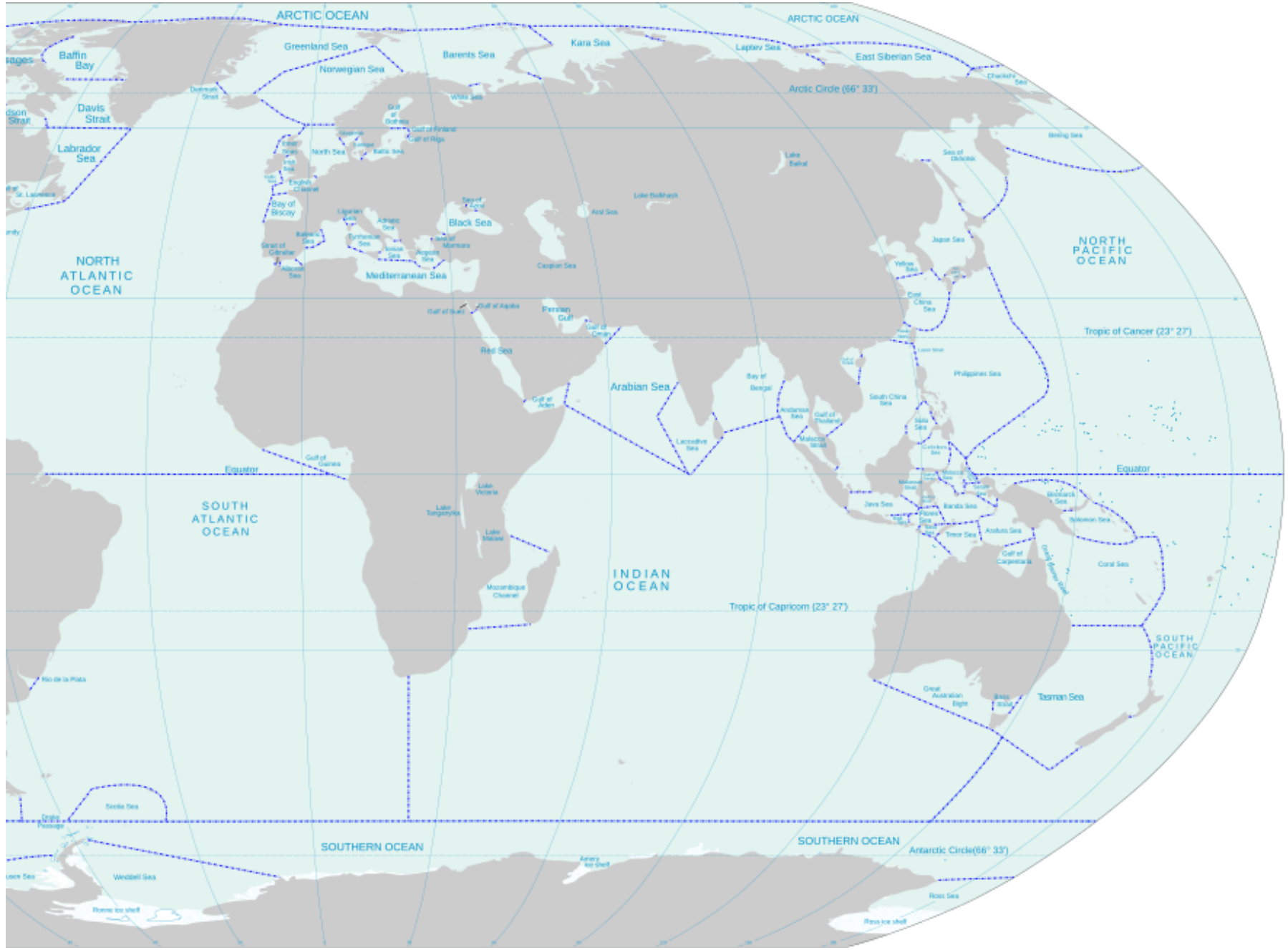

ARCTIC OCEAN
ARCTIC OCEAN
Baffin Bay
Greenland Sea
Norwegian Sea
Barents Sea
Kara Sea
Laptev Sea
East Siberian Sea
Arctic Circle (66° 33')
Davis Strait
Labrador Sea
North Sea
Black Sea
Caspian Sea
Mediterranean Sea
NORTH ATLANTIC OCEAN
NORTH PACIFIC OCEAN
Japan Sea
Red Sea
Arabian Sea
Tropic of Cancer (23° 27')
Equator
Equator
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
Tropic of Capricorn (23° 27')
SOUTH PACIFIC OCEAN
Tasman Sea
SOUTHERN OCEAN
SOUTHERN OCEAN
Antarctic Circle(66° 33')

- এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর অবস্থিত।

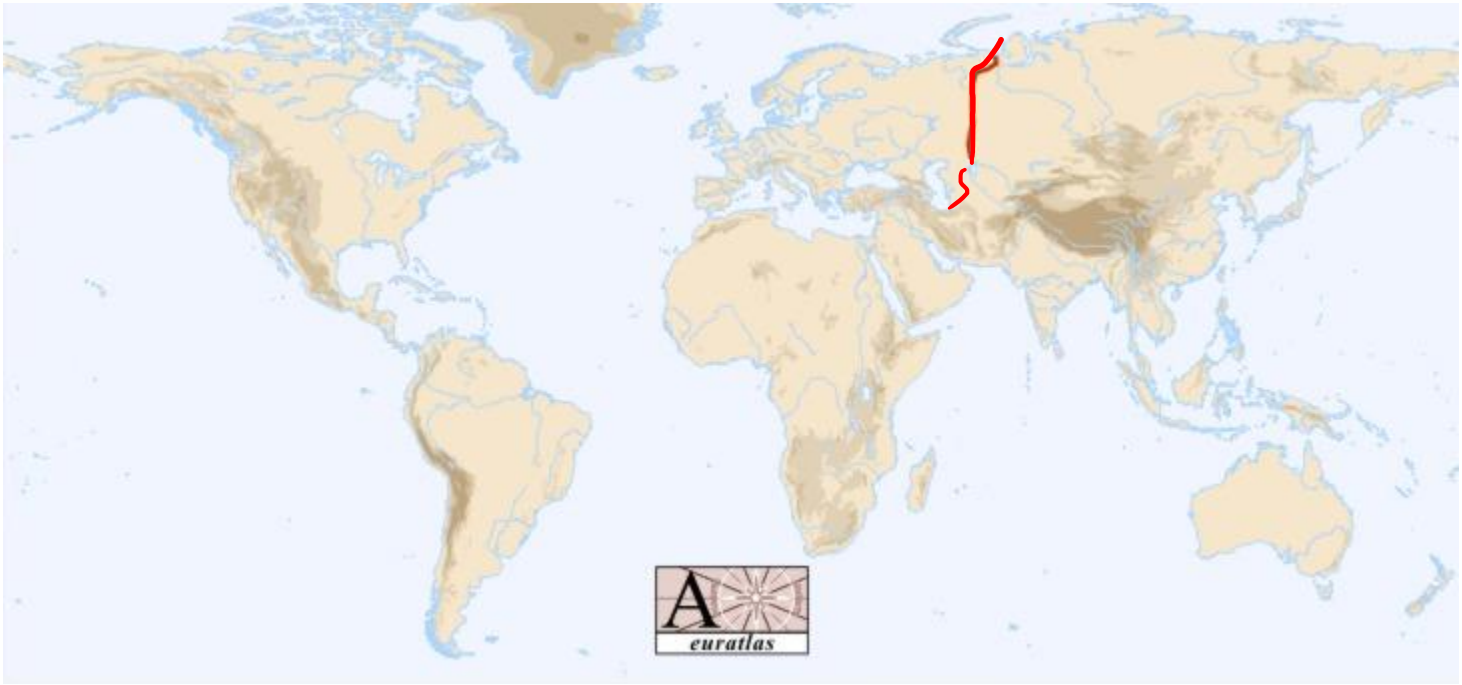

এশিয়ার সর্বোচ্চ বিন্দু	মাউন্ট এভারেস্ট
এশিয়ার সর্বনিম্ন বিন্দু	মৃত সাগর
এশিয়ার বৃহত্তম উপদ্বীপ	আরব উপদ্বীপ
এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ	বোর্নিও
এশিয়ার বৃহত্তম সাগর	দক্ষিণ চীন সাগর
এশিয়ার গভীরতম হ্রদ	বৈকাল হ্রদ
এশিয়ার উচ্চতম পবর্তশৃঙ্গ	মাউন্ট এভারেস্ট
এশিয়ার দীর্ঘতম নদী	ইয়াংসিকিয়াং
এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি	গোবি মরুভূমি
আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ	চীন
জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ	চীন
আয়তনে এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ	মালদ্বীপ
জনসংখ্যায় এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ	মালদ্বীপ
এশিয়ার সর্ব পশ্চিম বিন্দু	বেবা অন্তরীপ
এশিয়ার বৃহত্তম অরণ্য	তৈগা

- এশিয়ার সর্বোচ্চ বিন্দু – মাউন্ট এভারেস্ট
- এশিয়ার সর্বনিম্ন বিন্দু – মৃত সাগর
- এশিয়ার বৃহত্তম সাগর – দক্ষিণ চীন সাগর
- এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ – বোর্নিও
- এশিয়ার গভীরতম হ্রদ – বৈকাল হ্রদ
- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী – ইয়াংসিকিয়াং
- এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি – গোবি
- এশিয়ার বৃহত্তম সমভূমি – পশ্চিম সাইবেরিয় সমভূমি
- এশিয়ার বৃহত্তম দেশ – চীন
- এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ – মালদ্বীপ
- এশিয়ার সর্ব পশ্চিমের বিন্দু – বেবা অন্তরীপ
- এশিয়ার বৃহত্তম অরণ্য – তৈগা

ভৌগোলিক ভাবে এশিয়া মহাদেশ কে ৫ টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়

- দক্ষিণ এশিয়া
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
- পূর্ব এশিয়া (প্রাচ্য)
- সেন্ট্রাল এশিয়া
- পশ্চিম এশিয়া

ভৌগোলিক ভাবে এশিয়া মহাদেশ কে ৫ টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়

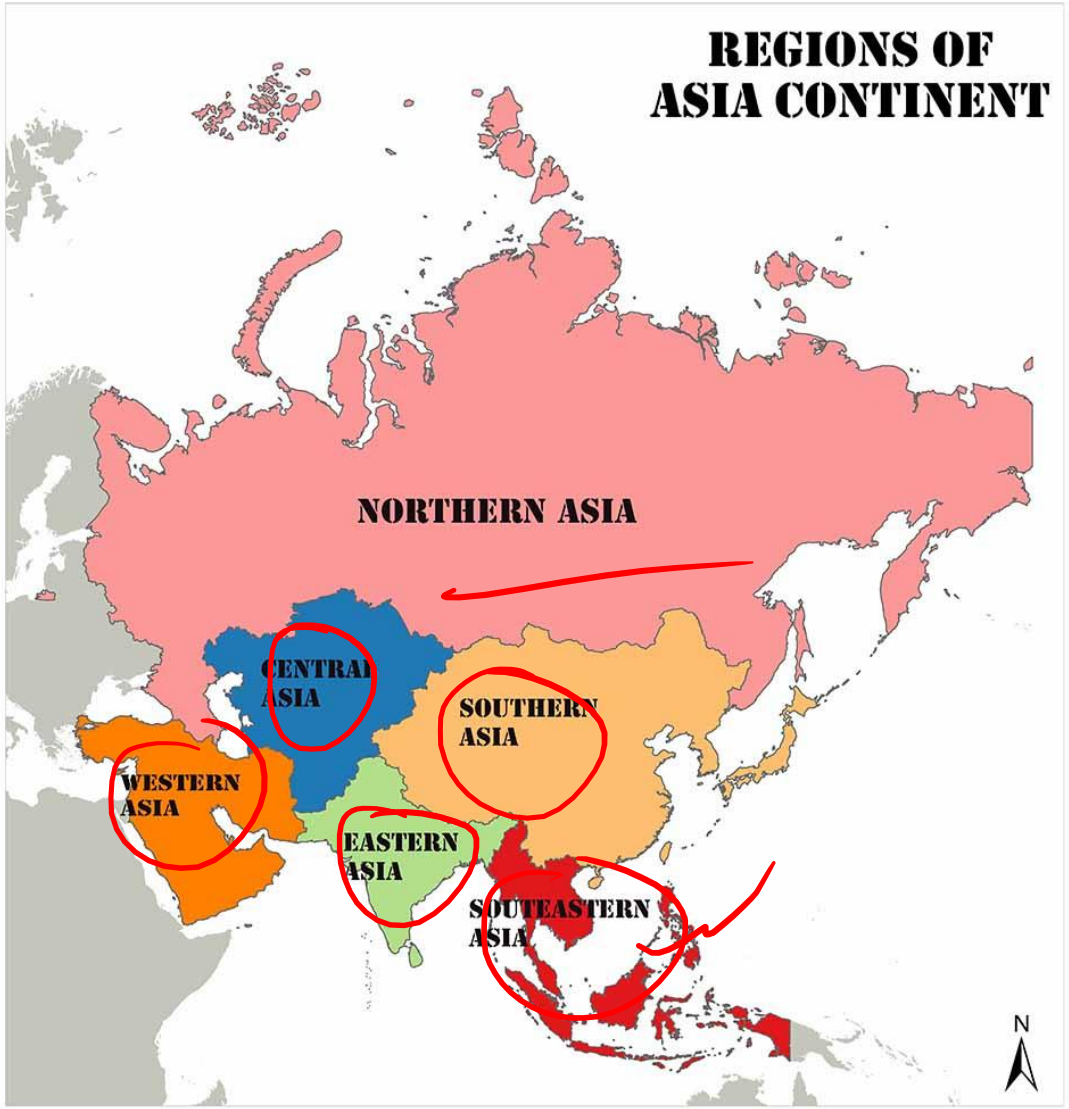

দক্ষিণ এশিয়া – ৮টি দেশ

- বাংলাদেশ
- শ্রীলঙ্কা
- নেপাল
- ভুটান
- মালদ্বীপ
- পাকিস্তান
- ভারত
- আফগানিস্তান

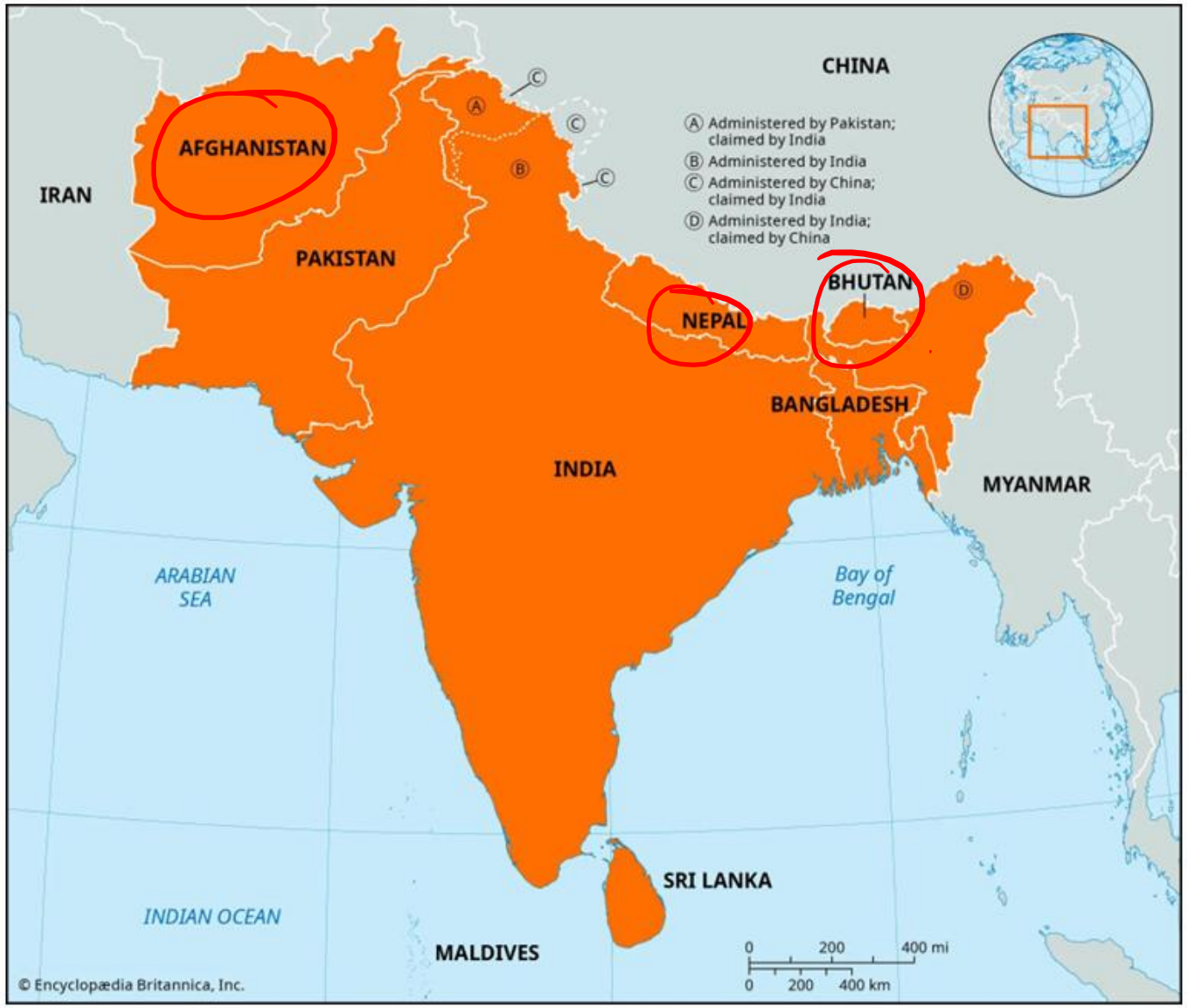

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া - ১১টি

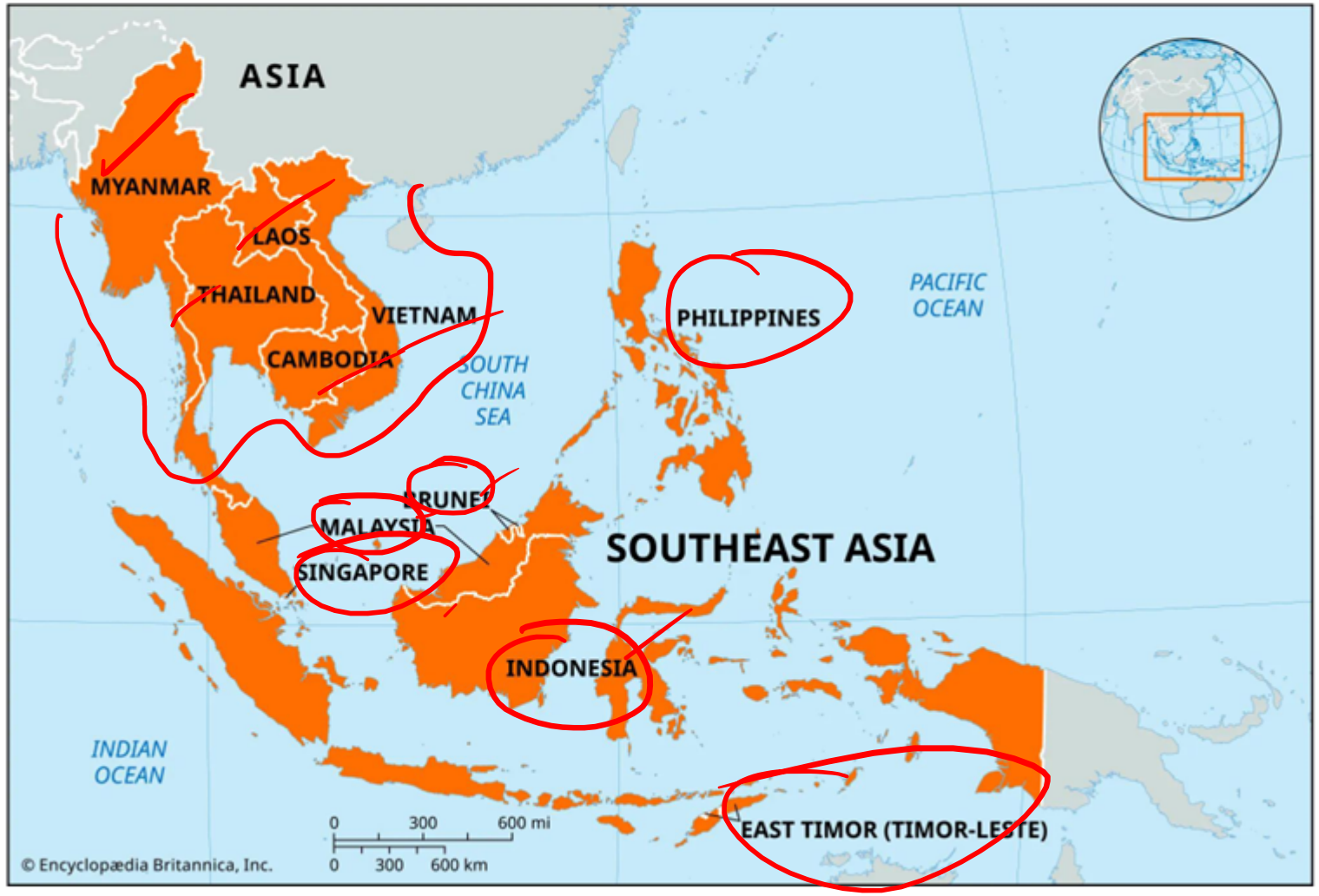

- ইন্দোনেশিয়া
- মিয়ানমার
- থাইল্যান্ড
- লাওস
- মালয়েশিয়া
- কাম্বোডিয়া
- সিঙ্গাপুর
- ব্রুনাই
- ফিলিপাইনস
- তিমুর-লেসতে
- ভিয়েতনাম

ইন্দোচীন

- ভিয়েতনাম
- লাওস
- কম্বোডিয়া
- মায়ানমার
- থাইল্যান্ড

দূর প্রাচ্য- ৫ টি

Far East

- চীন
- জাপান
- দক্ষিণ কোরিয়া
- উত্তর কোরিয়া
- মঙ্গোলিয়া

মধ্য এশিয়া- ৫ টি

- কাজাখস্তান
- কিরগিজস্তান
- তাজিকিস্তান
- তুর্কমিনিস্তান
- উজবেকিস্তান

মধ্য প্রাচ্য – ১৫ টি

- সৌদি আরব
- ইরান
- ইরাক
- ইসরায়েল
- জর্ডান
- লেবানন
- সিরিয়া
- তুরস্ক
- ইয়েমেন
- ওমান
- কাতার
- বাহরাইন
- কুয়েত
- সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)
- প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন)

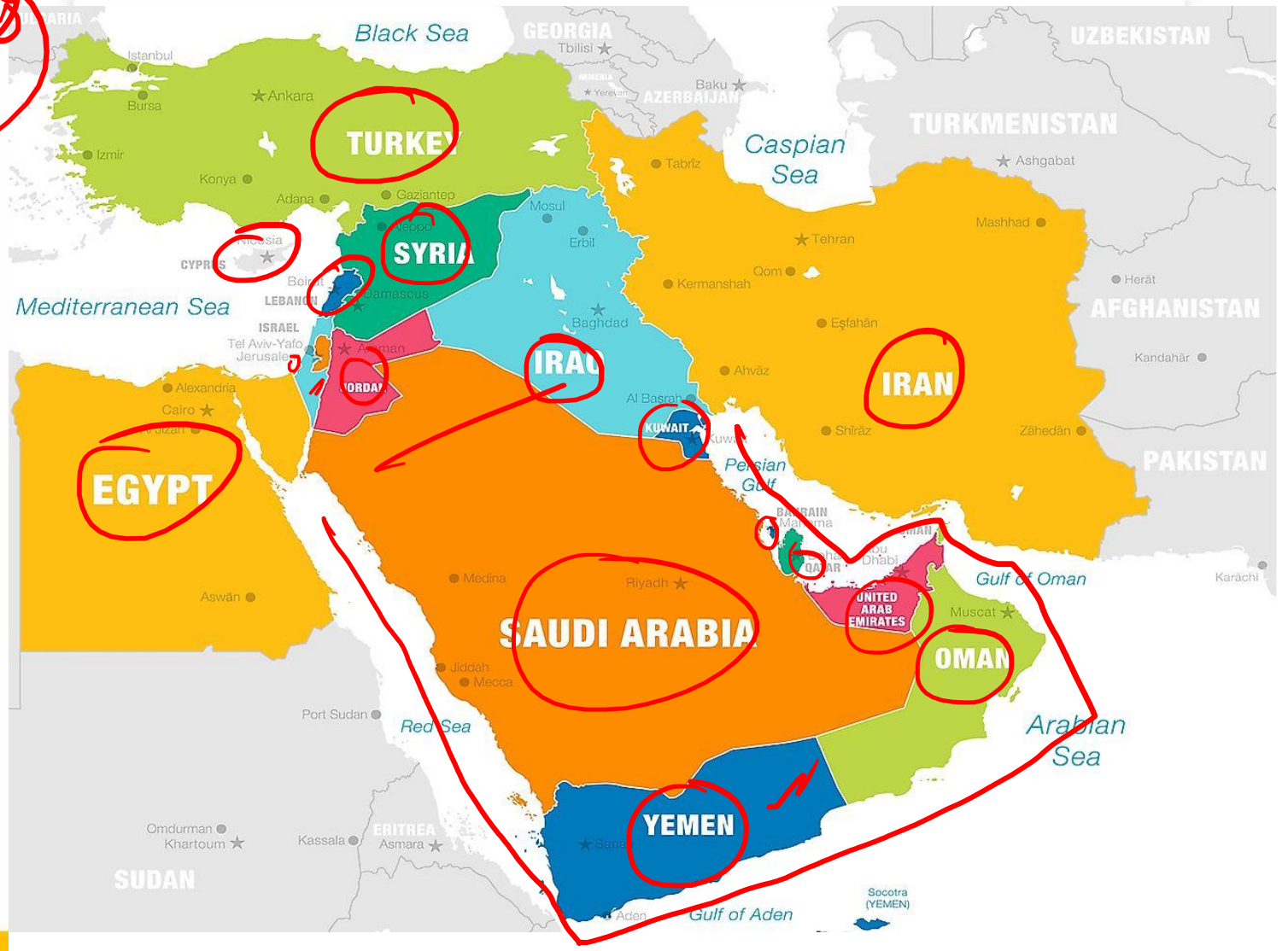

Republic of India

সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ

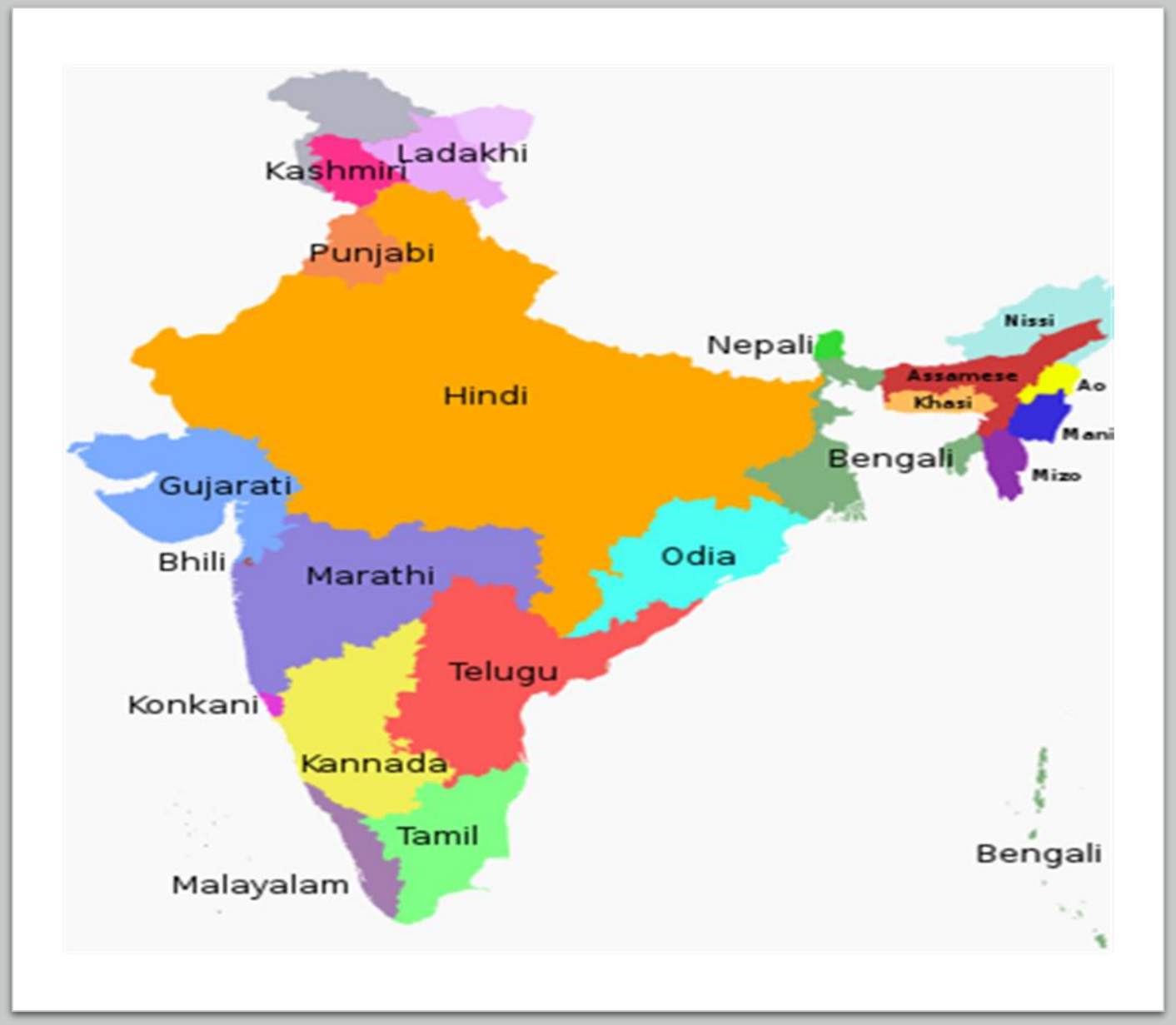

স্বাধীন হয়: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

সংবিধান কার্যকর: ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০

প্রজাতন্ত্র দিবস: ২৬ জানুয়ারি

- ভারতের সাথে ৭ টি দেশের সীমান্ত
- বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, চীন, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান

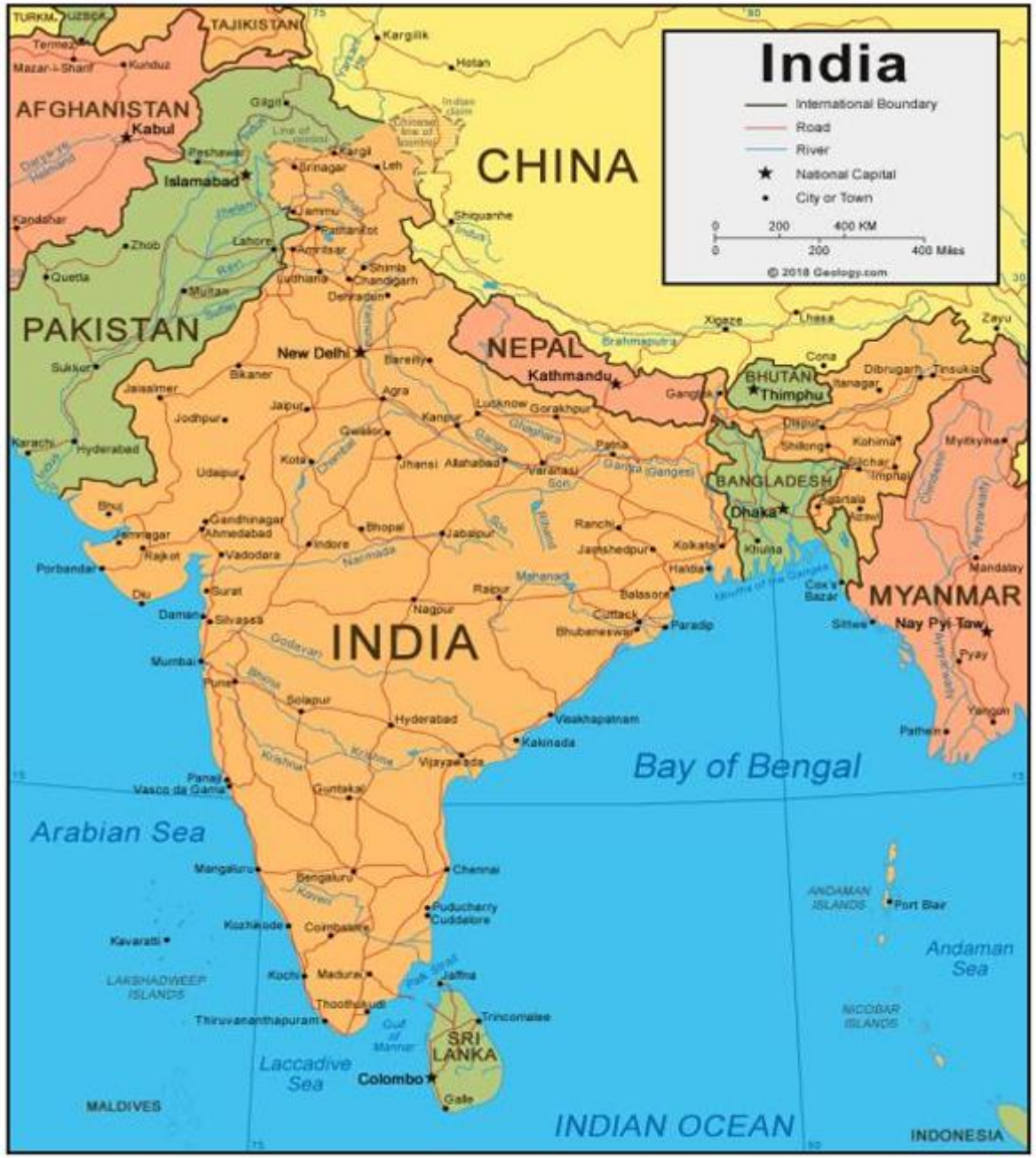

র‍্যাডক্লিফ লাইন

- র‍্যাডক্লিফ লাইন বা র‍্যাডক্লিফ রেখা হলো ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভাজন করে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারনকারী রেখা।

- দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট অ্যাক্ট-১৯৪৭' অনুযায়ী ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি কমিশন সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট। তাঁর নামানুসারে এই সীমান্তরেখার নাম হয় 'র‍্যাডক্লিফ লাইন'। যদিও এটিকে ভারত-পাকিস্তানের সীমা নির্ধারণী লাইন হিসেবেই বলা হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের ইতিহাসেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

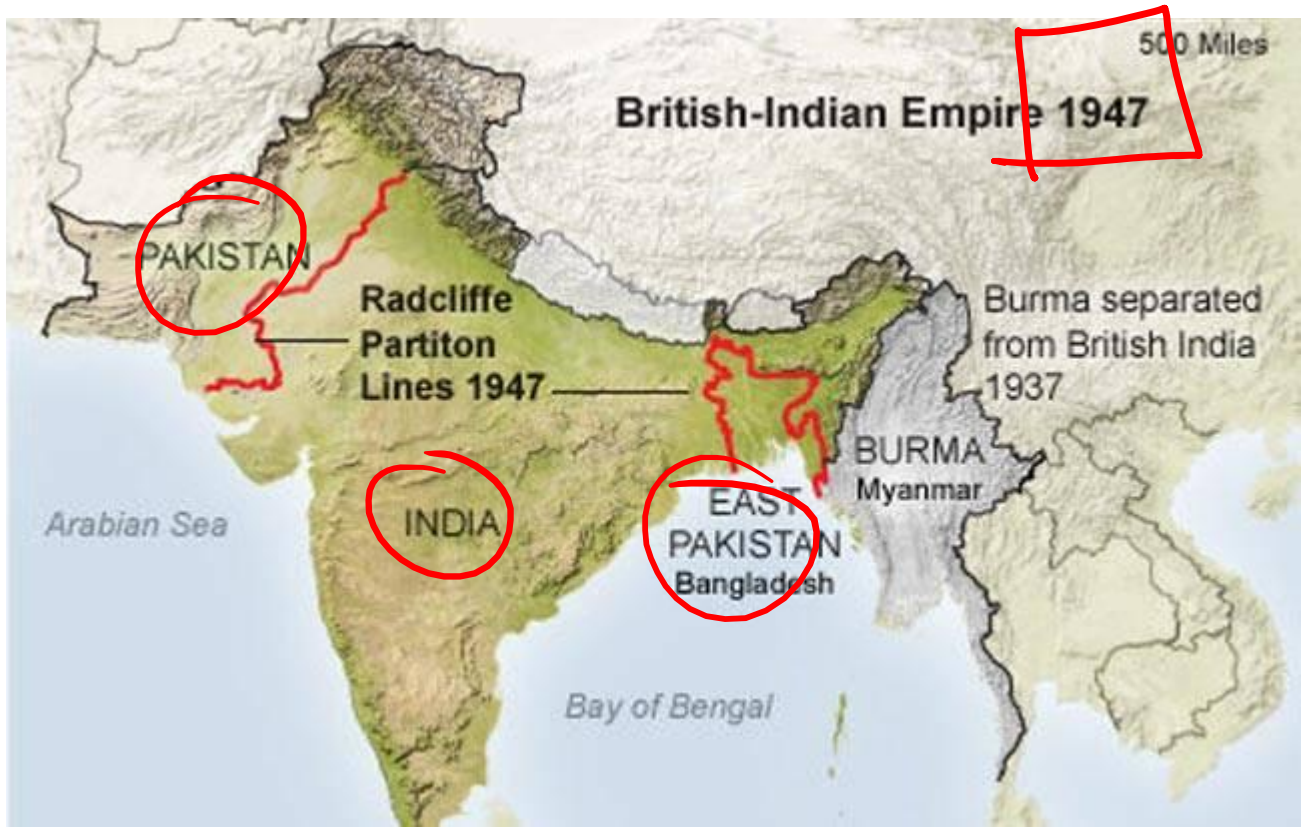
500 Miles
British-Indian Empire 1947
PAKISTAN
Radcliffe
Partiton
Lines 1947
Burma separated
from British India
1937
BURMA
Myanmar
INDIA
EAST
PAKISTAN
Bangladesh
Arabian Sea
Bay of Bengal

লাইন অব কন্ট্রোল পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত।

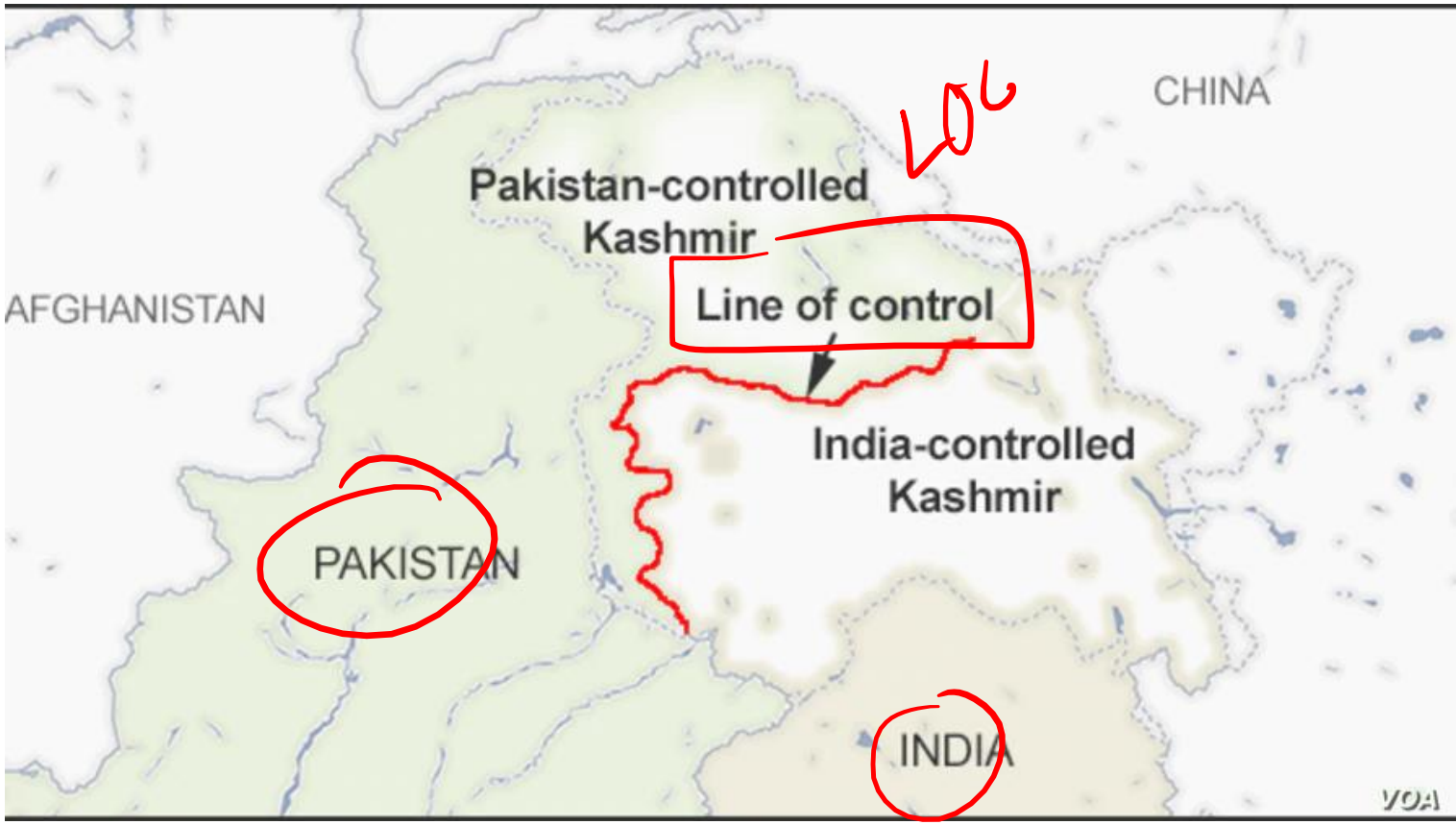

Line of Control (LoC) হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সীমান্ত রেখা হিসেবে বিবেচিত একটি রেখা বা Line যেটা রাজা শাসিত সাবেক জম্মু ও কাশ্মিরের ভারত ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত একটি Line বা সীমান্তরেখা। মূলত এটি যুদ্ধবিরতি রেখা (Cease-fire Line) হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের পর এটির নাম করণ হয়- Line of Control বা নিয়ন্ত্রণ রেখা। ভারত নিয়ন্ত্রিত অংশ হল জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশগুলো হল আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর এবং গিলগিট- বালতিস্থন।

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরকে চায়না নিয়ন্ত্রিত এলাকা আকসাইচিন থেকে অন্য একটি যুদ্ধবিরতি রেখা পৃথক করেছে যেটা LoC থেকে পূর্বে অনেক দূরে অবস্থিত এবং Line of Actual Control (LAC) নামে পরিচিত।

লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল ভারত-চীন সীমান্ত।

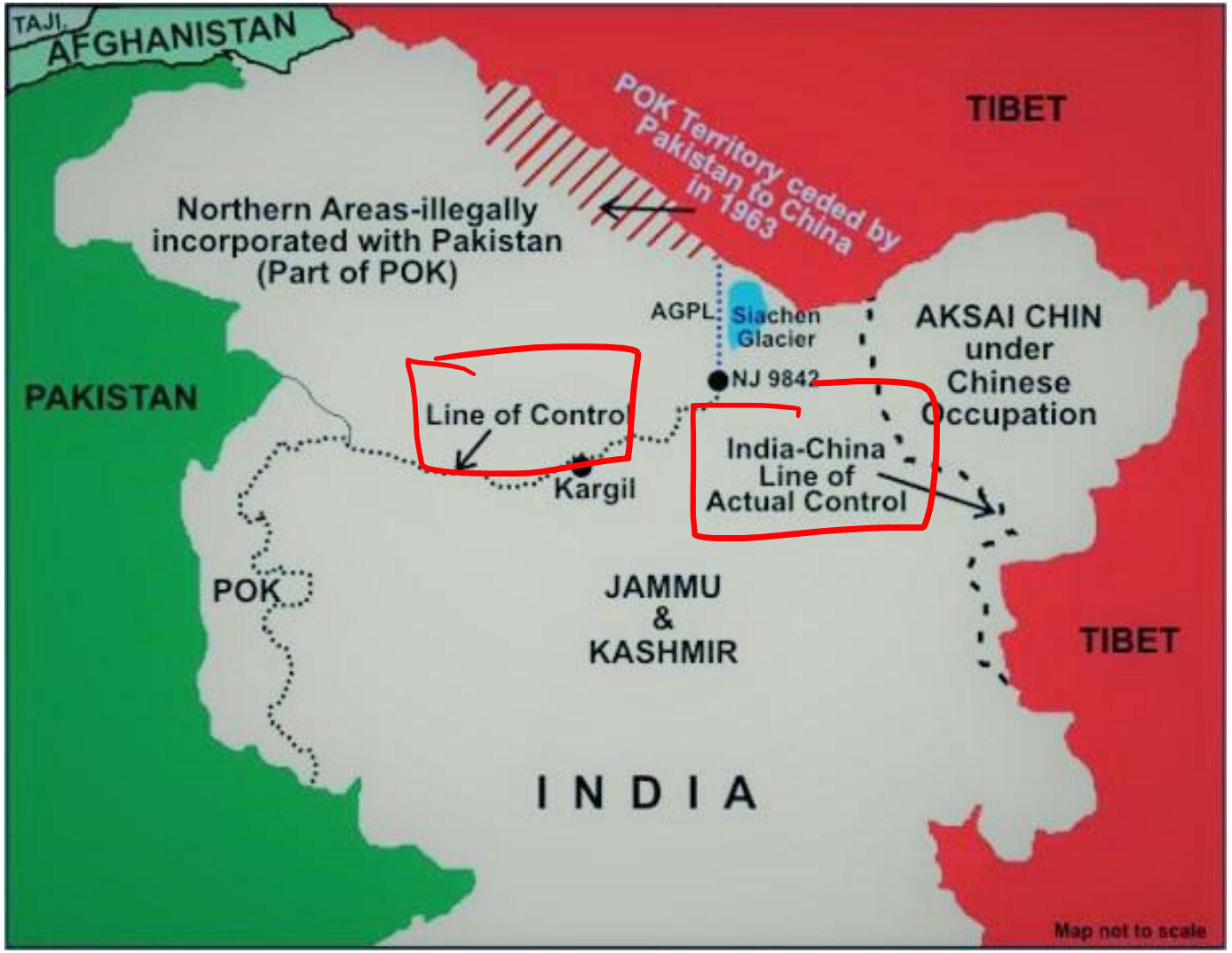

ম্যাকমোহোন লাইন

চীন – ভারত সীমান্ত।

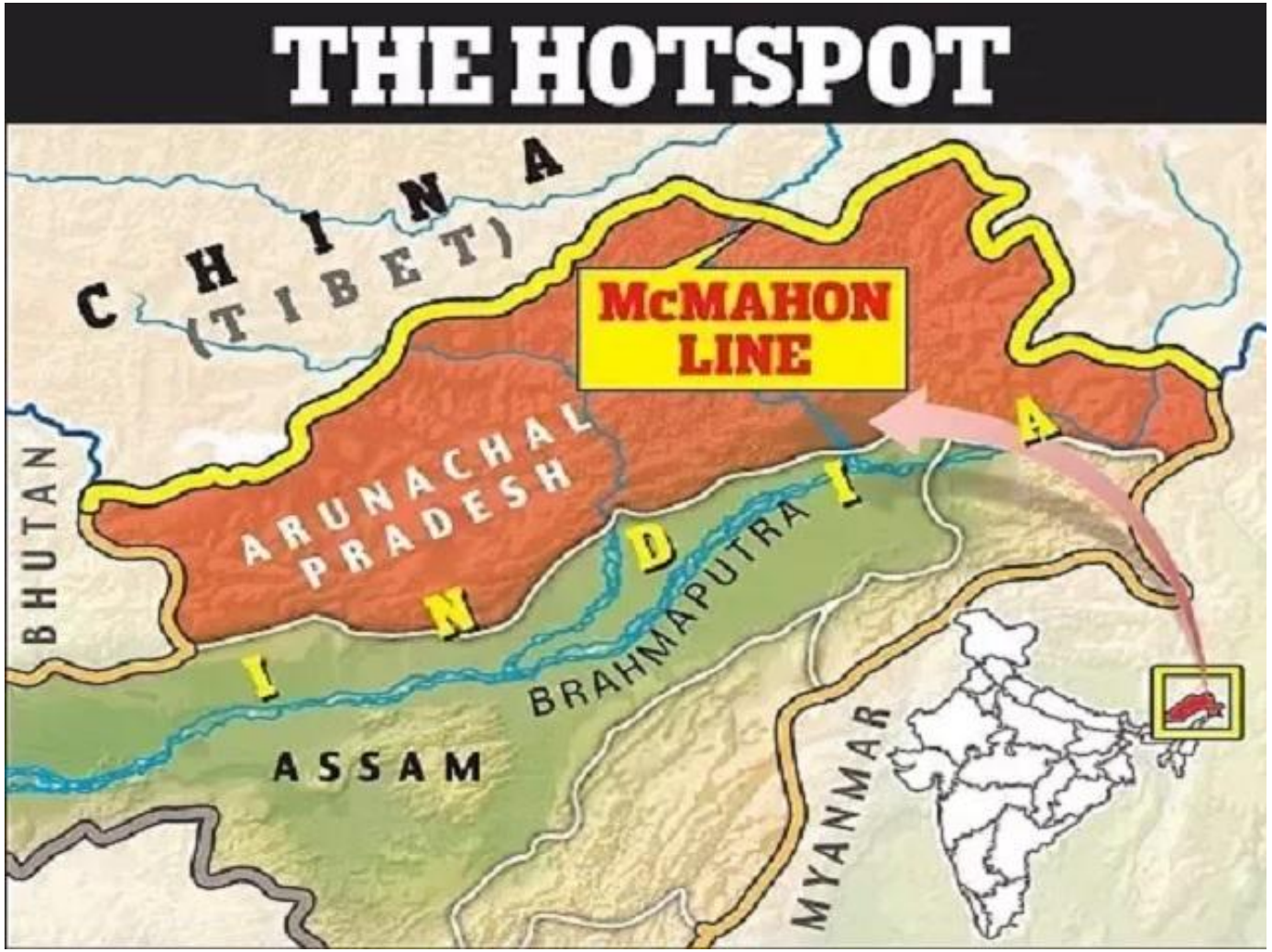

ম্যাকমোহন লাইন ভারত ও চীনের সীমানা চিহ্নিত রেখা। এটি ভারতের অরুণাচল ও চীনের তিব্বতের মাঝে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ ভারত ও চীনের মধ্যে সিমলা চুক্তির ভিত্তিতে এ লাইন তৈরি হয়। যদিও চীন সরকার একে বিতর্কিত অংশ বলে মনে করে।

ভারতের প্রদেশ/ রাজ্য সংখ্যা – ২৮ টি (সর্বশেষ – তেলেংগানা)

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল – ৮ টি

আন্দামান ও নিকোবর (রাজধানী – শ্রী বিজয়া পুরাম)

চণ্ডীগড়

দাদড়া ও নগড় হ্যাভেলি এবং দামান ও দিউ

লাক্ষ্মা দ্বীপ

রাজধানী দিল্লি

পন্ডিচেরি

জম্মু ও কাশ্মীর

লাদাখ

Seven sisters

Arunachal Pradesh
Assam
Nagaland
Meghalaya
Manipur
Tripura
Mizoram

সেভেন সিস্টার্স

- উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত।
- এই সাত রাজ্যের আয়তন ২,৫৫,৫১১ বর্গকিলোমিটার, যা ভারতের মোট এলাকার প্রায় ৭ শতাংশ।
- এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩.৭ শতাংশ।
- ত্রিপুরার সাংবাদিক জ্যোতি প্রসাদ সাইকিয়া সর্বপ্রথম রাজ্যগুলোকে একত্রে ‘সেভেন সিস্টার্স’ নামে উল্লেখ করেন।

চিকেন নেক (Chicken neck) বা শিলিগুড়ি করিডোর এর মাধ্যমে সেভেন সিস্টার্স ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত। করিডোরের দৈর্ঘ্য ২১-৪০ কিমি এর মধ্যে। বাংলাদেশ ও নেপালকে পৃথককারী করিডোরটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার্স বলে।

→ আসাম,

→ অরুণাচল,

→ মেঘালয়,

→ ত্রিপুরা,

→ মণিপুর,

→ মিজোরাম ও

→ নাগাল্যান্ড।

- বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে ৪ টির। (আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম)

Arunachal
Pradesh
Assam
Nagaland
Meghalaya
Manipur
Tripura
Mizoram

ভারতের আইনসভা

আইনসভা

- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট: লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ও রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ)
- মোট আসন: ~~৭৮৮টি~~
- আইনসভা ভবনের নাম: সংসদ ভবন

রাজ্যগুলোর আইনসভার নাম

বিধানসভা

ভারতের

জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি) এর নেতৃত্ব দেন।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'The Story of My Experiments with Truth'

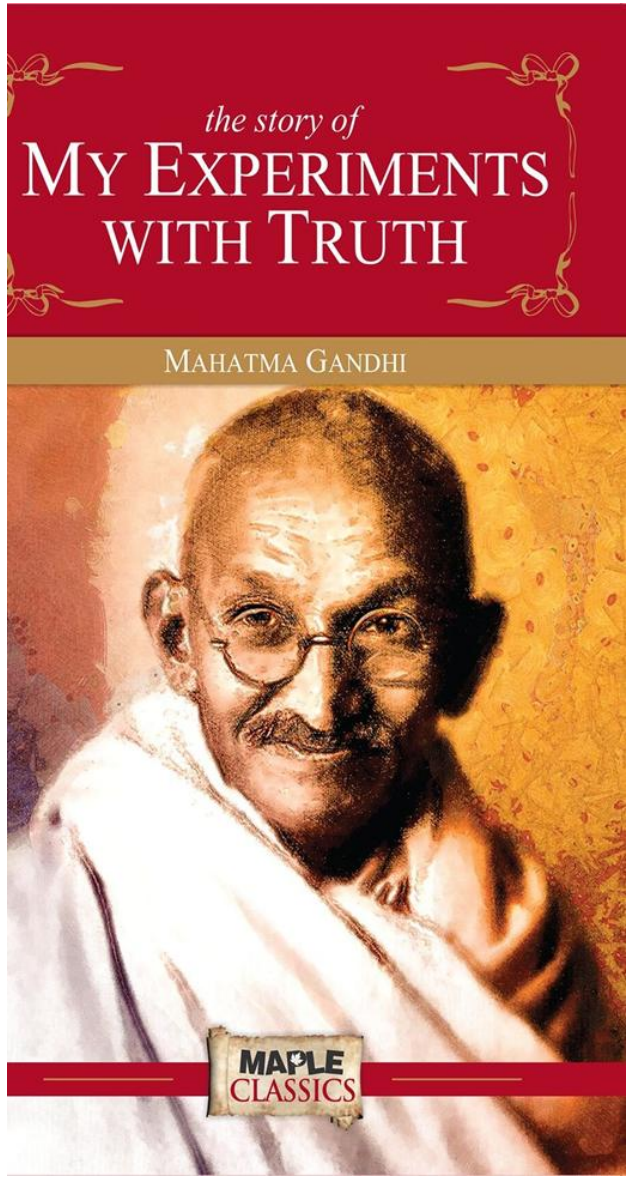

জওহরলাল নেহেরু

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহেরু এর লেখা বই

- The Discovery of India
- An Autobiography
- Glimpses of World History

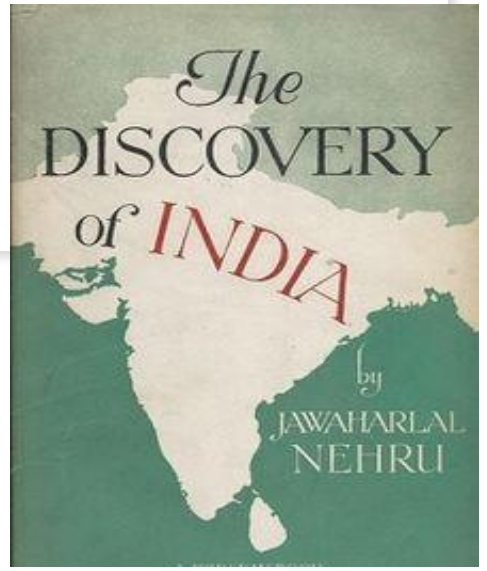

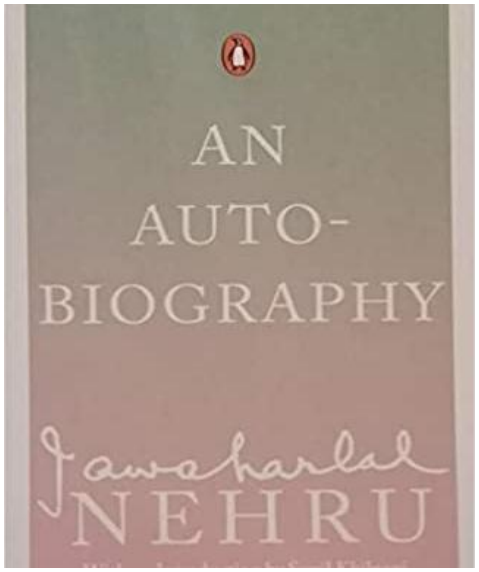

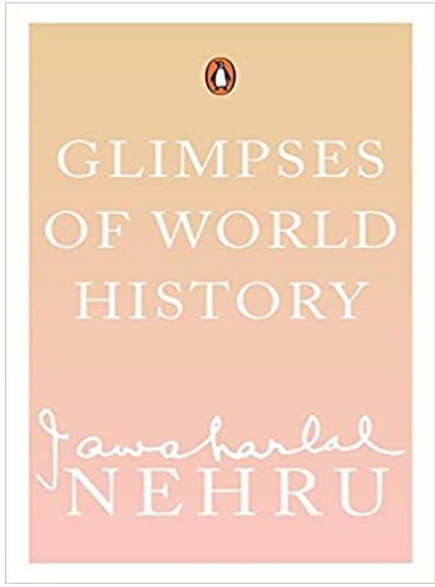

প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন

লোক কল্যাণ মার্গ

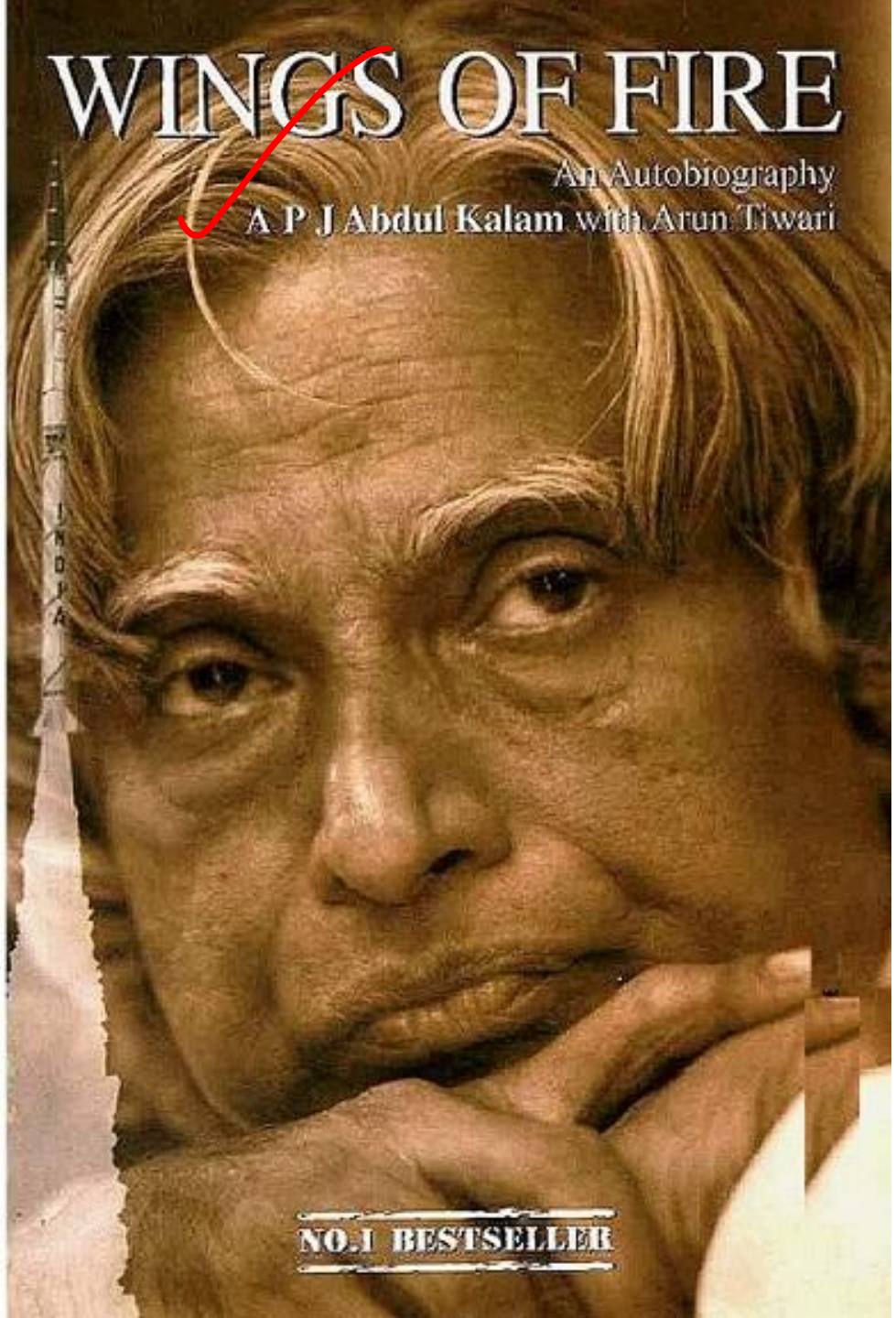

এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

Missile Man of India

- ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযানবাহী রকেট আবিষ্কার

১৫ তম President

দ্রৌপদী মুর্মু

বাসভবন - রাইসিনা হিলস

কাশ্মীর সংকট, ভারত-পাকিস্তান, ভারত-চীন যুদ্ধ

কাশ্মীর সংকট

- আয়তন: ২ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ৩৬ বর্গকি.মি.
- ইতিহাস: খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীর কুশান বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসনাধীন ছিল। হুন শাসকগণ দখল করে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন কাশ্মীর। কাশি নাম থেকে কাশ্মীর নামের উৎপত্তি।
- সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশরা কাশ্মীরকে শাসন করে নাই। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা গলাব সিংয়ের সাথে ব্রিটিশরা অমৃতসর চুক্তি সম্পাদন করেন। আর এ চুক্তির মাধ্যমে রাজা গলাব সিং ৭৫ লাখ রূপির বিনিময়ে কাশ্মীরকে ব্রিটিশদের নিকট থেকে কিনে নেন। কাশ্মীর চলে গেল হিন্দু রাজার দখলে যদিও কাশ্মীরের বেশিরভাগ লোক ছিলো মুসলিম।

- ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিংয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বিদ্যমান সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র পাহাড়ি গোত্রের যোদ্ধারা কাশ্মিরে ঢুকে পড়ে। হরি সিং বুঝতে পারেন যে, ভারতের সাহায্য দরকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করলে নেহেরু ও প্যাটেল উভয়ই এই শর্তে সৈন্য পাঠাতে রাজি হন যে মহারাজা ভারতের ‘সংযোজন চুক্তি’ স্বাক্ষর করবেন। এর ফলে ভারতের হাতে কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগের দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে।
- হরি সিং চুক্তি স্বাক্ষর করেন ও ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করে। শুরু হয় পাক-ভারত সংঘাত যা চলে ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। আর এটিই হলো প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ।

কাশ্মীর

- ✓ জম্মু-কাশ্মীর (ভারত)- কাশ্মীরের ৪৫% অঞ্চল
- ✓ আজাদ কাশ্মীর (পাকিস্তান) কাশ্মীরের ৩৫% অঞ্চল
- ✓ আকসাই চীন (চীন) কাশ্মীরের ২০% অঞ্চল

সিয়াচেন হিমবাহ (Siachen Glacier)

- উত্তর কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত সিয়াচেন হিমবাহ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সিয়াচেন হিমবাহের উচ্চতা তের থেকে বাইশ হাজার ফুটের মধ্যে।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ

প্রথম যুদ্ধ | ১৯৪৭-৪৯

- ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীর আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারত কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু ও কাশ্মীর) দখল করে এবং পাকিস্তান এক-তৃতীয়াংশ (আজাদ কাশ্মীর বা মুক্ত কাশ্মীর) দখল করে। ১ জানুয়ারি, ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুল্যেশন নম্বর ৪৭ এর আওতায় Cease Fire Line ঠিক করা হয়।

UNSC 47 Resolution

- ২২ এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখে কার্যকর হয়।
- Line of Control নির্ধারিত হয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ ১৯৬২

আকসাই চীন নিয়ে যুদ্ধ।

Line of Actual Control

দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৬৫-৬৬

অস্ত্রবিরতি কার্যকর তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে।

- ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান লাদাখের যোগাযোগ পথের ওপর কারগিল ঘাঁটি থেকে ভারতের উপর গুলিবর্ষণ করে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিনব্যাপী দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের মধ্যস্থতায় ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে (বর্তমানে উজবেকিস্তানের রাজধানী) তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

সিমলা চুক্তি

- স্বাক্ষরিত স্থান: সিমলা, হিমাচল প্রদেশ, ভারত ।
- স্বাক্ষর করে: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (২৮ জুন – ২ জুলাই, ১৯৭২)।
- চুক্তির বিষয়বস্তু: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সকল বৈরিতার অবসান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বিরাজমান স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।
- এই চুক্তির মাধ্যমে ‘Cease Fire Line’ লাইন অব কন্ট্রোলে পরিণত হয়।

RAW

- Research and Analysis Wing
- Foreign intelligence agency of India

Black Cat

- "Black Cat Commandos" is a nickname for members of the National Security Guard (NSG) in India

Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project

Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project

- An alternative trade route to India's northeastern states (especially Mizoram)
- Will Reduce dependence on the narrow Siliguri Corridor (also known as the "Chicken's Neck")
- From Kolkata Port (India) to Sittwe Port (Myanmar) on the Bay of Bengal

Let’s Recap

- আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন সমস্যা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা, তিস্তাসহ ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। এসব নদীর প্রবাহ ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে বলে বাংলাদেশ পানির প্রবাহের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল।

•ফারাক্কা বাঁধ সংকট

Ganges R
Farakka Barrage
Feeder Canal
Rajshahi
INDIA
BANGLADESH
Brahmaputra R
Meghna R
Ganges R
Hooghly R
S4
Rajshahi City
S5
S6
S7
S8
S9
Sardah
BAY OF BENGAL

FARAKKA BARRAGE NOW A THREAT TO INDIA
GANGES
PATNA
Different parts of Patna and 12 other districts in Bihar flooded by the swelling Ganges River
FARAKKA BARRAGE
Hilsha shoals are changing migration routes from Hooghly to Meghna estuary, dropping Hilsha catch in West Bengal by 56% between 2002 and 2017
HOOGHLY
PADMA
Water level at Padma River likely to cross the danger level at 18.50cm and lead to flooding
KOLKATA
Annual silt dredging at Kolkata Port quadrupled from 6.40 million m³ to

ফারাক্কা বাধ

- পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা
- রাজশাহী থেকে ১১ মাইল (১৬.৫ কি. মি.)

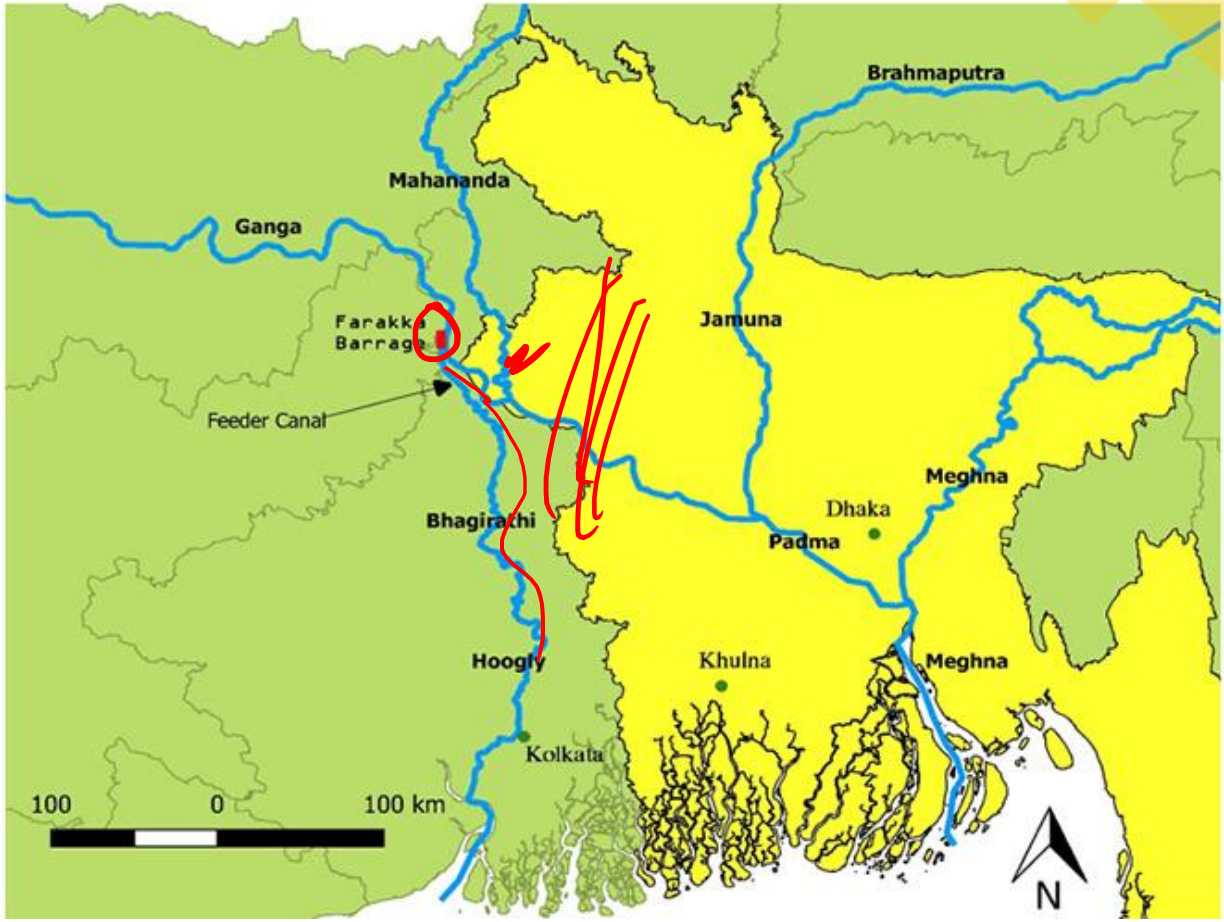

- গংগা নদীর ওপর নির্মিত
- নির্মাণঃ শুরু- ১৯৬১ শেষ- ২১ নভেম্ববর ১৯৭৫
- ১৬ মে ১৯৭৬ লংমার্চ- মাওলানা ভাসানী
- ১৬ মে- ফারাক্কা দিবস

ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতি

- শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি অপসারণের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
- পদ্মার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর অববাহিকায় বিশেষ করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ভূগর্ভস্থ পানির প্রথম স্তর ৮-১০ ফুট জায়গা বিশেষে ১৫ ফুট নিচে নেমে গেছে।
- ফারাক্কা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর (পদ্মা) প্রবাহে চরম বিপর্যয় ঘটে।
- পানি অপসারণের জন্য ৭৫ হাজার পুকুর, হাওর, বাওর অর্ধেক বছর ধরে পানি শূন্যতায় ভুগছে।
- ফারাক্কা বাঁধের জন্য মাছের সরবরাহ কমে যায় এবং কয়েক হাজার জেলে বেকার হয়ে পড়েন।
- শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের ৩২০ কিলোমিটারের বেশি নৌপথ নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
- ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর বেশিরভাগ জায়গায়ই ৩ মিটারের বেশি কমে গেছে।

- ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি

1. ১৯৭২ সাল - বাংলাদেশ এবং ভারত একটি জয়েন্ট রিভার কমিশন (জে আর সি) গঠন করে।
2. ১৯৭৪ সাল - ভারত সম্মতি প্রকাশ করে যে বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়া তারা পানি অপসারণ করবে না।
3. ১৯৭৭ সাল - ৫ বছরের জন্য একটি চুক্তি করা হয়।
4. ১৯৮৫ সাল - আরও তিন (১৯৮৬-৮৮) বছরের জন্য পানি বণ্টনের চুক্তি করা হয়।
5. ১৯৯৬ সাল - ৩০ বছরের জন্য সাক্ষরিত হয়। বলা হয়েছে, গঙ্গার মূলপ্রবাহের সমান ভাগ পাবে উভয় দেশ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হয় – ২৬ নভেম্বর ১৯৭৬

এজেন্ডা-২১ এর অন্তর্ভুক্ত

এ পর্যন্ত চুক্তি – ৫টি

সর্বশেষ – ১৯৯৬

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬

মেয়াদ- ৩০ বছর

স্বাক্ষর করেন: শেখ হাসিনা – দেব গৌরা

- তিস্তা সংকট

✓তিস্তা-ভি ড্যাম : প্রকল্পটি ২০০৭ সনে বাস্তবায়ন করা হয়; এটি ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হয়েছে।

✓রংগিত-III : প্রকল্পটি ২০০০ সনে সমাপ্ত হয় এবং এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট।

✓১৯৯৮ সালে নীলফামারীর তিস্তা উজানে ভারতীয় অংশে জলপাইগুড়িতে গজলডোবা বাঁধ নির্মাণের ফলে নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে চলে যায়। এতে ফটক রয়েছে ৫৪ টি। এই বাঁধ নির্মাণের আগে তিস্তা থেকে ২৫০০ কিউসেক পানি পাওয়া যেত। এখন পানি প্রবাহের পরিমাণ ৪০০ কিউসেকেরও কম।

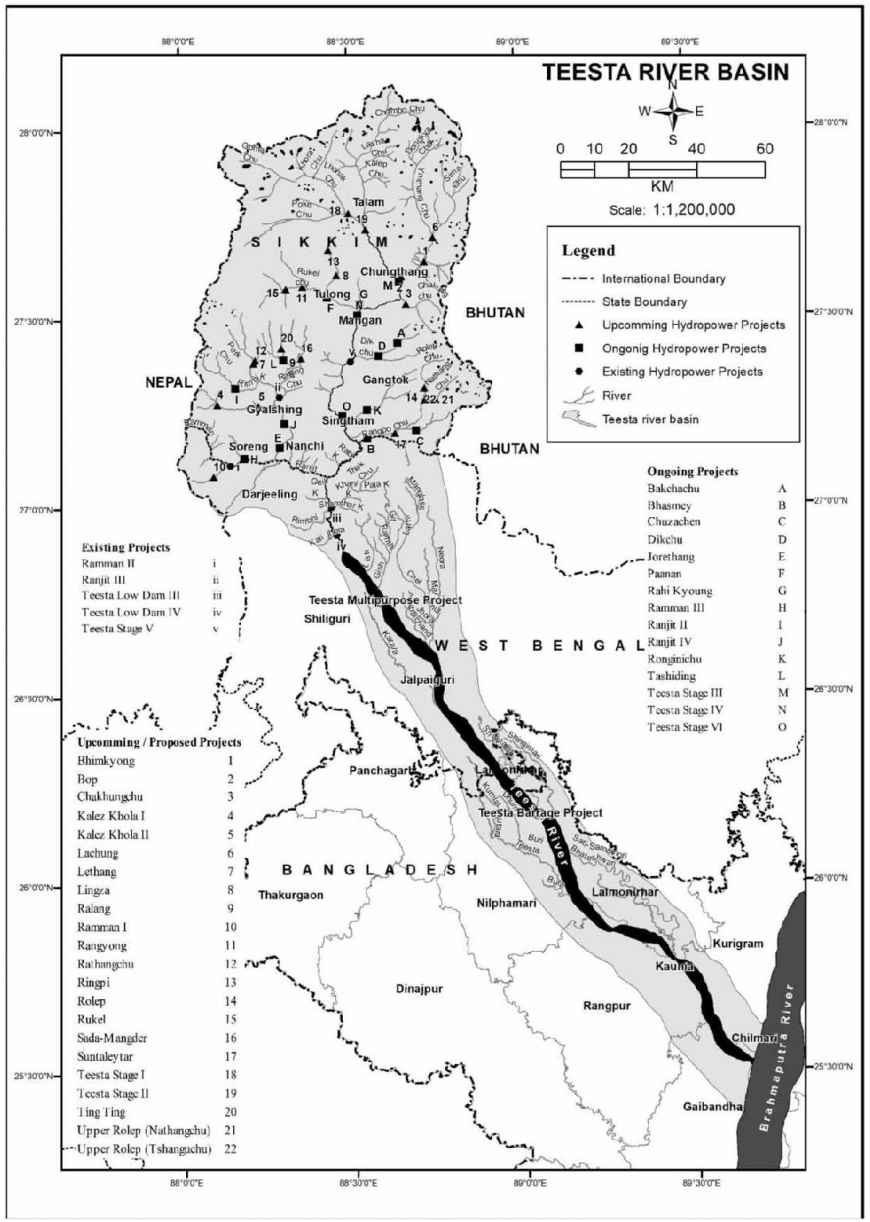

WHY BENGAL NEEDS TEESTA

THE ISSUE

If Prime Minister Sheikh Hasina can convince her people that India has given them a fair deal in the Teesta water dispute, it will be a big breakthrough for her. But Mamata Banerjee — among the five chief ministers originally scheduled to accompany Singh, she is the only one affected by the Teesta treaty — has to take Bengal's interests into account

THE DEAL

According to a tentative deal, Bangladesh and India are to share the water equally. Now Bangladesh gets 25%. A clause was to have been introduced to allow India to draw more water during certain months

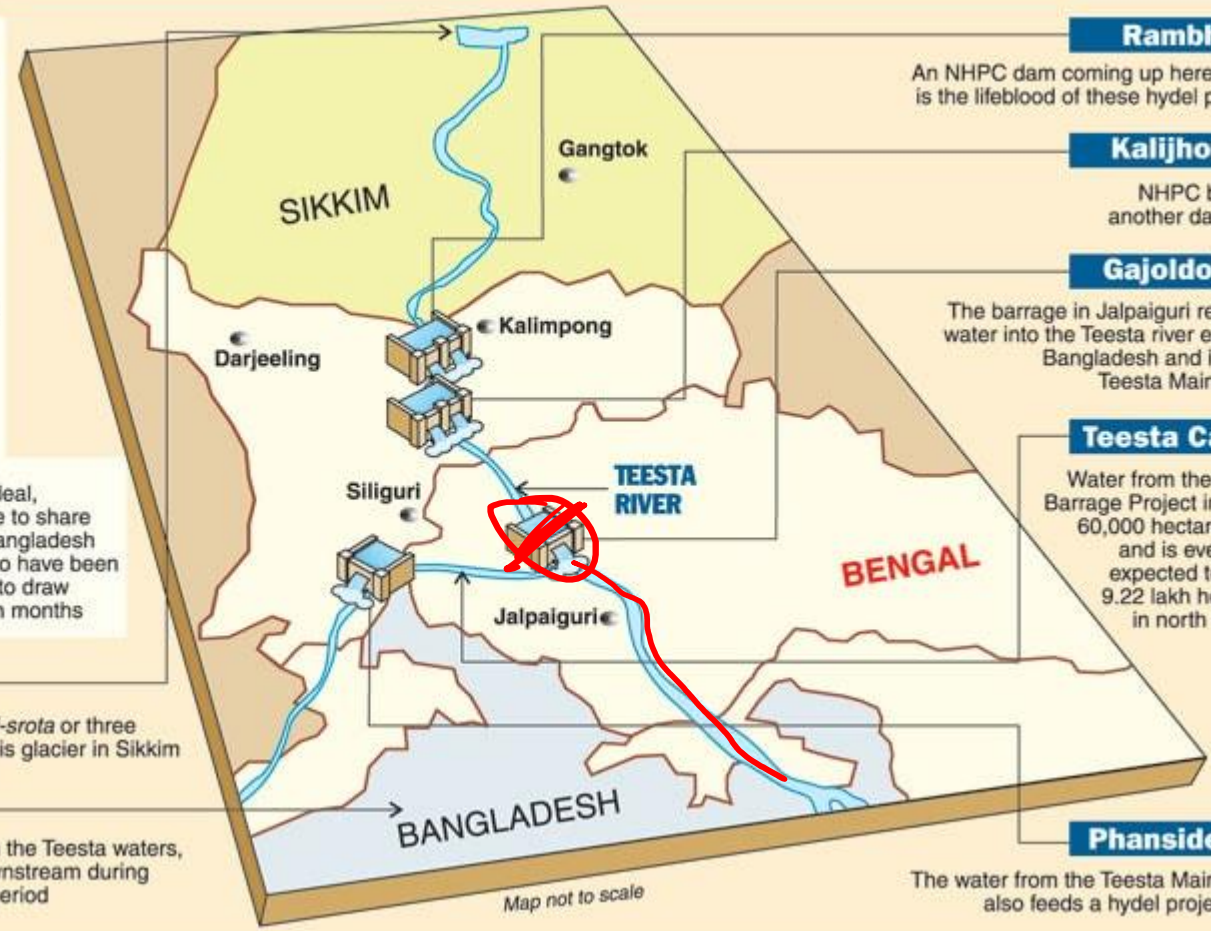

Dzongu

The 315km-long Teesta (*tri-srota* or three streams) originates from this glacier in Sikkim

Bangladesh

The neighbour depends on the Teesta waters, especially for irrigation downstream during the dry December-March period

Rambhi

An NHPC dam coming up here. Water is the lifeblood of these hydel projects

Kalijhora

NHPC building another dam here

Gajoldoba

The barrage in Jalpaiguri releases water into the Teesta river entering Bangladesh and into the Teesta Main Canal

Teesta Canal

Water from the Teesta Barrage Project irrigates 60,000 hectares now and is eventually expected to cover 9.22 lakh hectares in north Bengal

Phansidewa

The water from the Teesta Main Canal also feeds a hydel project here

গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ

স্থান- জলপাইগুড়ি

- তিস্তা সমঝোতা স্মারক-১৯৮৩
- তিস্তা খসড়া চুক্তি-২০১১
- চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৪৮% পানি।

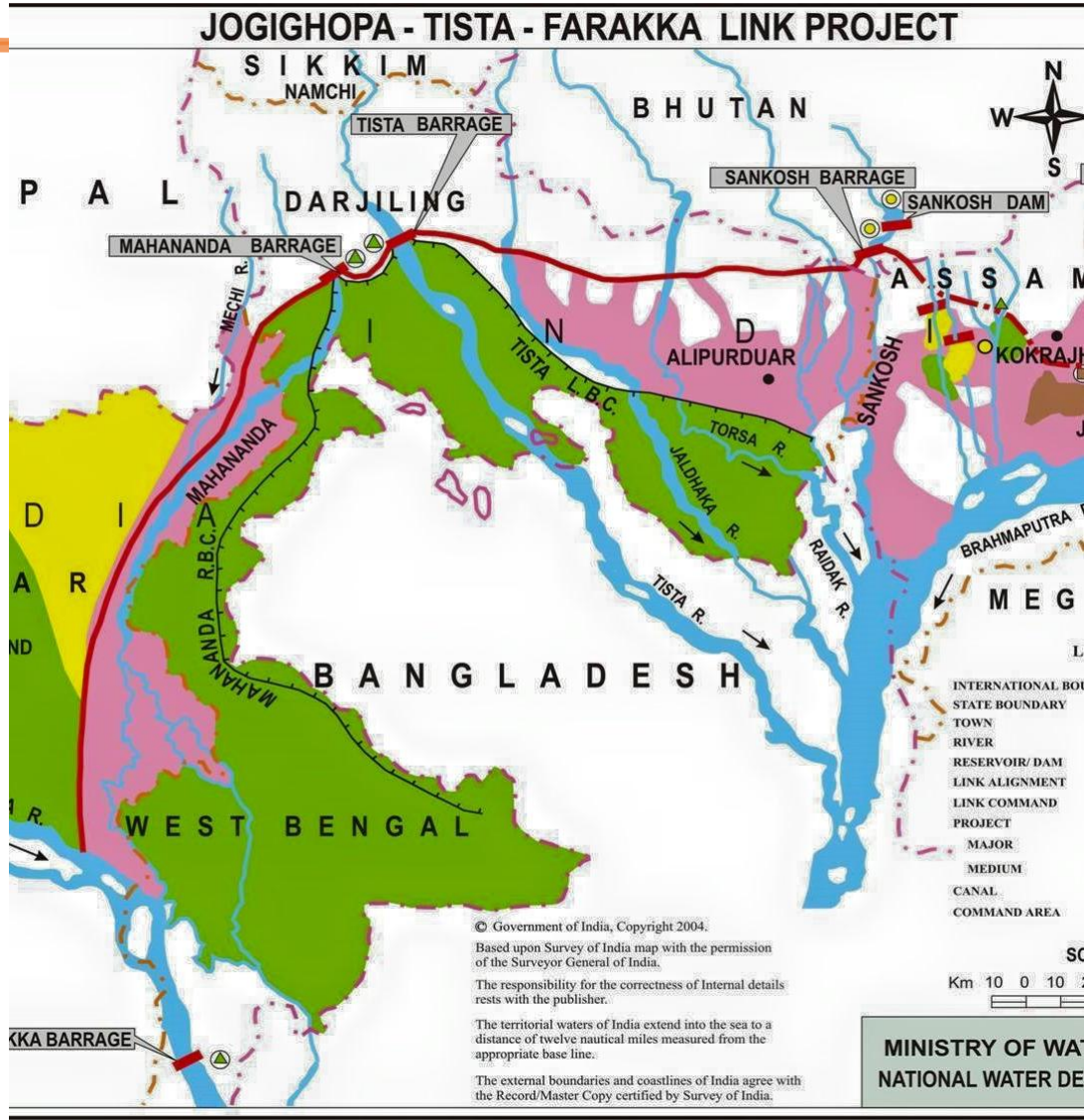

টিপাইমুখ বাঁধ

- অবস্থান- মণিপুর রাজ্য (বরাক ও তুইভাই নদী)
- সিলেটের জকিগঞ্জ থেকে ১০০ কি. মি. দূরে।

টিপাইমুখ বাঁধ সমস্যা

- বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে ভারতের মণিপুরে বরাক ও টুইভাই নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ গ্রাম। সেখানে বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে ভারত নির্মাণ করছে টিপাইমুখ বাঁধ। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের সুরমা-কুশিয়ারা ও মেঘনার প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমগ্র সিলেট অঞ্চলে নেমে আসবে মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়।

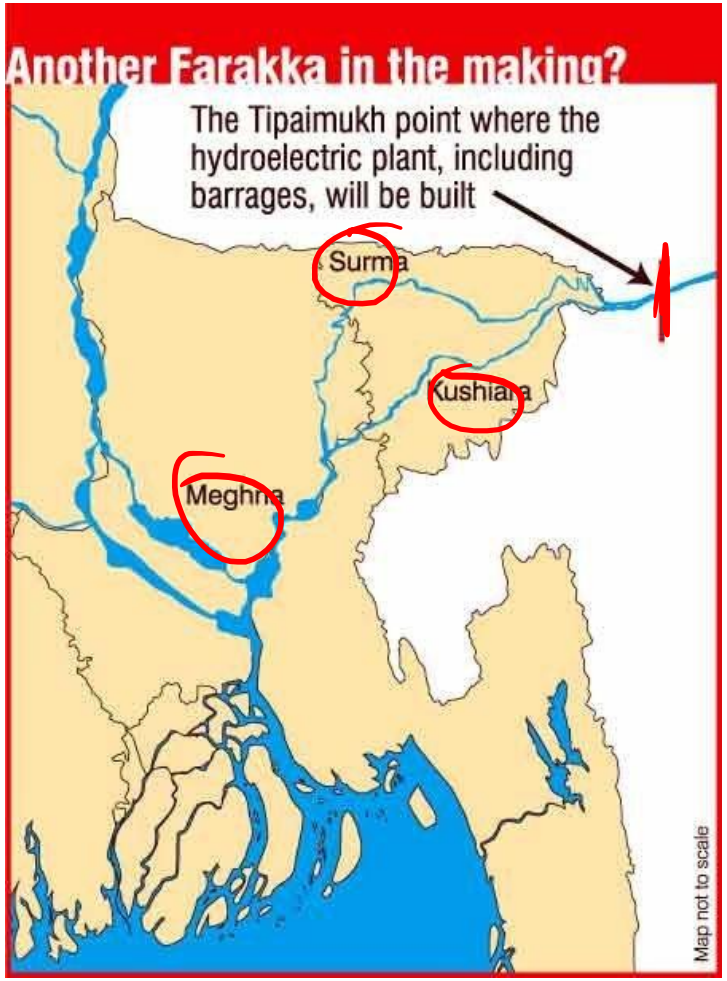

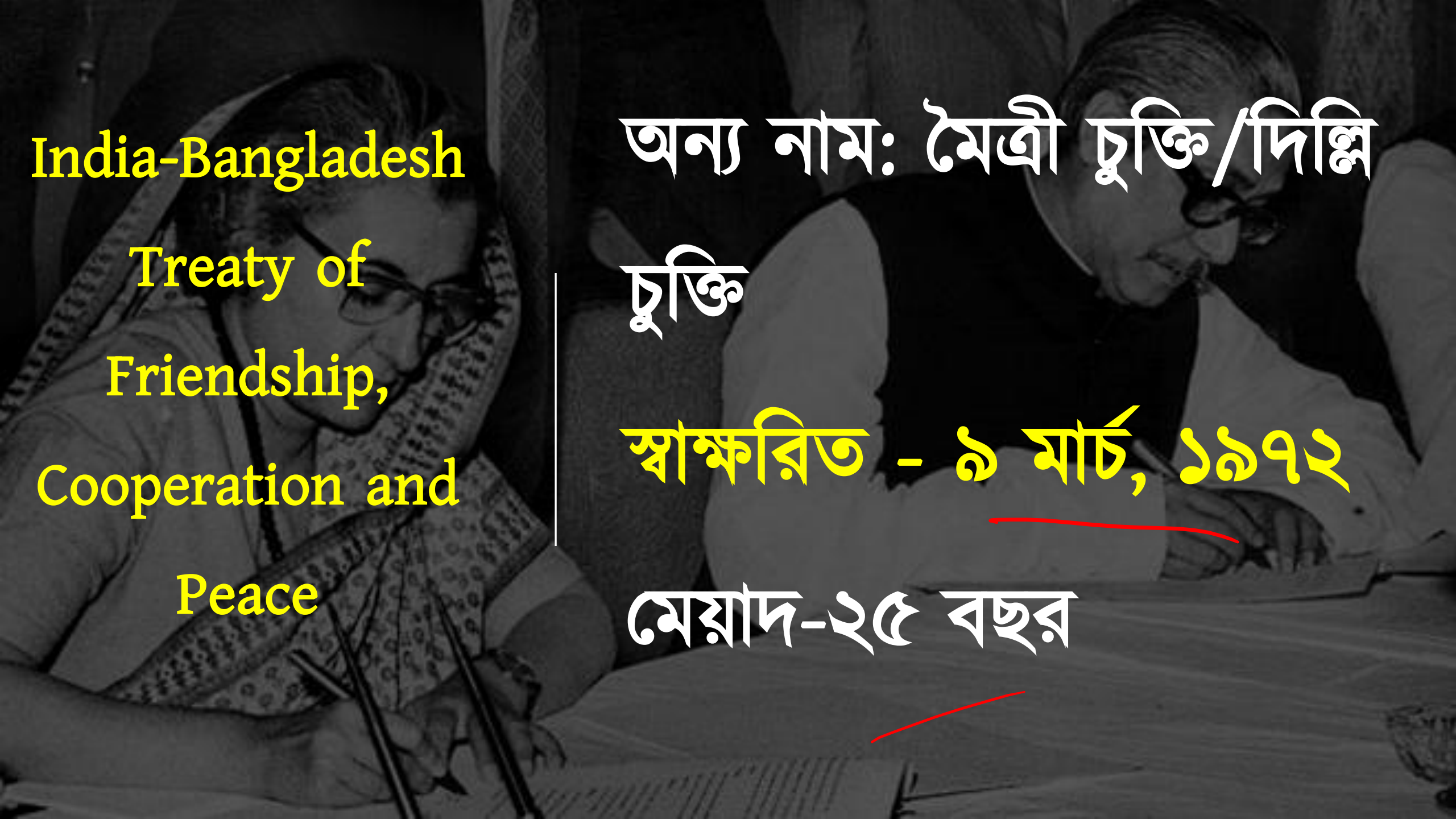

India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace

অন্য নাম: মৈত্রী চুক্তি/দিল্লি চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ৯ মার্চ, ১৯৭২

মেয়াদ-২৫ বছর

সীমান্ত বিনিময় চুক্তি

অন্য নাম: ছিটমহল বিনিময়/সীমান্ত চুক্তি/ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১৬ মে ১৯৭৪

কে কবে অনুমোদন দেয়: বাংলাদেশ- ১৯৭৪

ভারত - ২০১৫

কার্যকর: ১ আগস্ট ২০১৫

ভারত-বাংলাদেশ অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি

স্বাক্ষরিত -

২৭ জানুয়ারি

২০১৩

মায়ানমার

অফিসিয়াল নাম- The Republic Of The Union Of Myanmar

রাজধানী – নেপিদো

মুদ্রা – কিয়াট

মিয়ানমারের প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নাম - বামার

Bangladesh
Myanmar
Thaila

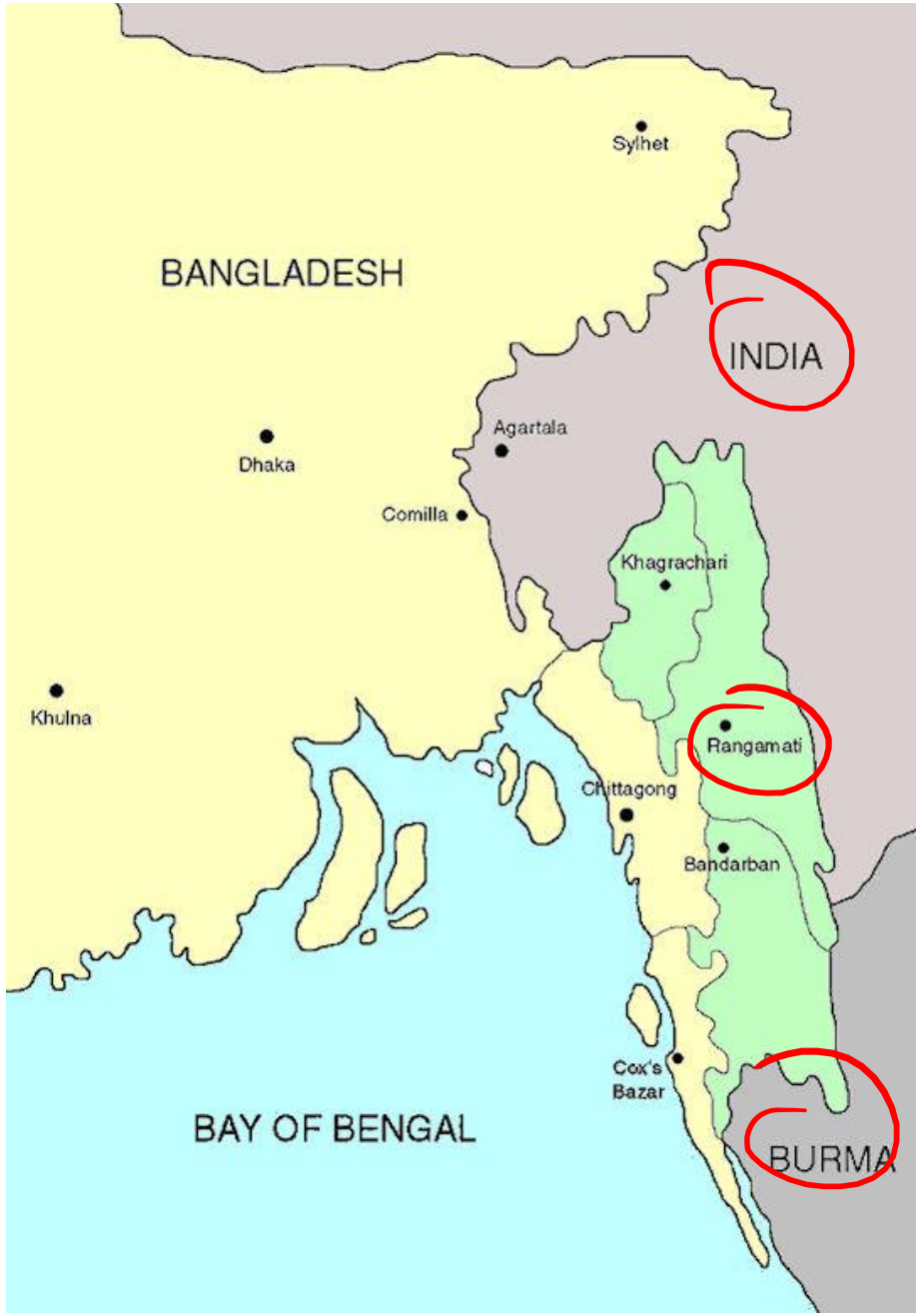
Sylhet
BANGLADESH
INDIA
Agartala
Dhaka
Comilla
Khagrachari
Khulna
Rangamati
Chittagong
Bandarban
Cox's Bazar
BAY OF BENGAL
BURMA